তেলকটার গাথা

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

তেল কটাহ গাথা

ভিক্ষু সত্যপাল

মুখবন্ধ

প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত 'তেল কটাহ গাথা' গ্রন্থখানি শোভনাকারে প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা নাই। এই গ্রন্থের পরিচিতি সম্পর্কে সুযোগ্য অনুবাদক দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত ভিক্ষু সত্যপাল, বিনয়-অভিধর্ম বিশারদ এম. এ., এম. ফিল মহোদয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তদ্‌সম্বন্ধে আমরা সমমত পোষণ করি।

কাব্যের মাধ্যমে ধর্মরস পরিবেশনের প্রয়াস ও প্রবণতা বৌদ্ধ সাহিত্যিকদের মধ্যে বহুকাল হইতে দেখা গিয়াছে। মহাকবি অশ্বঘোষের স্বরচিত গ্রন্থ "সৌন্দরানন্দ" কাব্য ইহার উজ্জ্বল নিদর্শন। অশ্বঘোষ নন্দ ও সুন্দরীর প্রেম কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্যের মাধ্যমে বুদ্ধের ধর্মের সারতত্ত্ব পরিবেশন করিয়াছেন। 'তেলকটাহে'র গ্রন্থকার মহোদয়ও সেইরূপ সামান্য এক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া এই কাব্যময় ধর্ম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ গাথা বসন্ত তিলক ছন্দে, মনোরম ভাষায় হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ত্রিরত্ন উপাসনা, পঞ্চশীলের ফল বর্ণনা, অশুভ, মরণানুস্মৃতি, মৈত্রী ভাবনা সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রচ্ছদ পটে তাহা বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথারূপে অংকিত রহিয়াছে। উত্তপ্ত তৈল কটাহে নিরোধ সমাপত্তি নিমগ্ন পরম শ্রদ্ধেয় কল্যাণতিষ্য স্থবিরের প্রতিকৃতি খানি হৃদয়ে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করে। পাঠক মাত্রই আবৃতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া পরমানন্দের স্পর্শ অনুভব করিবেন। পালি ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষে এই ধর্মকাব্য অতিশয় উপাদেয় মনে করি। যাঁহারা কাব্যরস পিপাসু তাঁহারা এই গ্রন্থ দ্বারা নিশ্চয় উপকৃত হইবেন।

এই পুস্তকখানি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালোক মহাথের মহোদয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ধর্ম সংহিতার' চতুর্থ খণ্ড ও নবম পরিচ্ছেদের অংশ হিসাবে স্বান্বয়ার্থ ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করেন। ইহাই ভারতীয় ভাষায় এই গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ। তৎপর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে স্বতন্ত্র ভাবে মূল পালি ও পদ্যানুবাদ সহ তিনি বৌদ্ধ মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত করেন। উহার

গাথার সংখ্যা ছিল ৯৮। এই সংস্করণগুলি এখন আর সুলভ নহে। প্রায় অর্ধশতাব্দী পর বর্তমান অনুবাদক বঙ্গভাষাভাষী পাঠকগণের নিকট ধর্মামৃত রস পরিবেশন করিলেন। ইহাতে পরিপূর্ণ একশত গাথা রহিয়াছে। এই কাজের জন্য অনুবাদক সত্যই ধন্যবাদার্হ হইলেন।

স্নেহভাজন অনুবাদক সহজাত প্রতিভার অধিকারী। বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। মেধা ও অধ্যবসায় গুণে ছাত্র হিসাবে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সসম্মানে দুই বিষয়ে স্নাতকোত্তর হইয়াছেন। এবার সূত্র পিটকের উপাধি পরীক্ষা দিবেন। তিনি নালন্দা বিদ্যাভবনের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় নিমগ্ন আছেন। অচিরে তিনি গবেষণা নিবন্ধ সমাপ্ত করিবেন। বহুপত্র-পত্রিকায় তাঁহার মনোরম প্রবন্ধ, কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার অনুদিত 'তেল কটাহ গাথা' মুদ্রিত হইল। আরও কয়েকটা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাঁহা হইতে আরও উপাদেয় গ্রন্থের প্রত্যাশা করা যায়। আমরা তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। আশা করি এই অনুবাদ গ্রন্থ সুধীজনের সমাদর লাভ করিবে।

১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২,
মাঘী পূর্ণিমা, ১৮/২/৮১

শুভার্থী,
ধর্মাধার মহাস্থবির
অধ্যক্ষ,
নালন্দা বিদ্যা ভবন।

পুস্তক পরিচিতি

যে কোন পুস্তকের মর্মরস যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হলে পুস্তকে বর্ণিত ঘটনার পূর্বাপর কারণ জানা অত্যাবশাক হয়ে পড়ে। এই পুস্তকে যে একশ'টি গাথা আছে তাতে মূল ঘটনার পূর্বাপর কারণ বর্ণিত হয় নি। তাই পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার্থে "অনাগতবংশ" নামক অপর এক গ্রন্থে উল্লেখিত এতদ্‌সম্বন্ধীয় ঘটনার কিছুটা এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করি।

রাজশক্তির পরিবর্তনে দেশের রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনা সব দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। লঙ্কাদ্বীপের রাজনৈতিক ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। বিভিন্ন রাজার জয়-পরাজয়ে কখনও অনুরাধাপুরে, কখনও ক্যাণ্ডি, কখনও বা অন্য কোথাও এর রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে।

পুস্তকে উল্লেখিত ঘটনাটি লঙ্কার রাজা কল্যাণতিষ্যের রাজপরিবারের সাথে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকায় ইতিহাসের দিক থেকে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কল্যাণতিষ্যের আমলে ধনে-জনে সবদিক থেকে কল্যাণী নগরী ছিল সুসমৃদ্ধ। আর এই কল্যাণী নগরী ছিল তদ্‌কালীন লঙ্কাদ্বীপের রাজধানী। কল্যাণী নগরীর সমৃদ্ধি হওয়ার আরেকটি কারণ ছিল। লঙ্কাবাসীগণের বিশ্বাস ভগবান গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মপ্রচারকালে একাধিকবার লঙ্কা গমন করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের লঙ্কাদ্বীপ গমনের কোন বৃত্তান্ত ত্রিপিটক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে মহাযানী "লঙ্কাবতার সূত্র" গ্রন্থে অতীতও বর্তমান ভদ্রকল্পের বুদ্ধগণের লঙ্কাদ্বীপ গমনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

কথিত আছে গৌতম বুদ্ধ একবার লঙ্কাদ্বীপের এই কল্যাণী নগরীতে আকাশ মার্গে গমন করেছিলেন। এই ধর্মীয় গুরুত্বের দরুণ কল্যাণী নগরী এককালে বহু চৈত্যে-স্তুপে ও বহু মন্দিরে সুশোভিত হয়েছিল। এ সকল শিল্প নির্দশনের ধ্বংসাবশেষ এখনও সেখানকার দর্শনীয় বস্তু হয়ে আছে।

রাজা কল্যাণতিষ্যের আমলে রাজগুরু ছিলেন শ্রদ্ধেয় কল্যাণ মহাস্থবির। শীলে সমাধিতে তিনি বিশেষ উন্নত ছিলেন। সমগ্র রাজপরিবার তাঁর প্রতি খুব অনুগত ছিল। রাজগুরু এই মহাস্থবির কল্যাণতিষ্যের হাতেই হাতে খড়ি হয়েছিল রাজার একমাত্র ভাই উত্তিয়ের। বিদ্যাভ্যাসের সাথে সাথে উত্তিয় যত্ন সহকারে গুরুর সুন্দর হস্ত লিপিও হুবহু নকল করতে পারঙ্গম হয়েছিলেন।

উত্তিয়ের বয়ঃপ্রাপ্তিতে রাজা কল্যাণতিষ্য উত্তিয়কে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। এই সময়ে রাজমহিষী ও যুবরাজের মধ্যে অনৈতিক গোপন সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। এর গুপ্ত সঙ্কেত পেয়ে রাজা যুবরাজকে বন্দী করার আদেশ দেন। রাজাজ্ঞার সংবাদ পেয়ে উত্তিয় অজ্ঞাতবেশে রাজ্য ছেড়ে সীমান্ত প্রদেশে পাড়ি দেন। কিন্তু অন্তর তাঁর পড়ে থাকত রাজান্ত পুরবাসিনী রাজমহিষীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার নানা দুরভিসন্ধিতে। একবার উত্তিয় বিরহবেদনা ব্যক্ত করে তালপত্রে এক প্রণয়লিপি রচনা করেন এবং এক ভিক্ষুবেশী যুবককে রাণীর নিকট গোপনে ঐ পত্র পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দেন।

রাজগুরু কল্যাণ মহাস্থবির প্রত্যহ তাঁর অন্তেবাসী শিষ্যদের নিয়ে পিণ্ডদান (আহার) গ্রহনার্থে পূর্বাহ্নে রাজপ্রাসাদে আসতেন। রাজা ও রাণী উভয়ে স্বহস্তে মহাস্থবির মহোদয়কে আদর-আপ্যায়ণ দ্বারা পরিতৃপ্ত করতেন।

তরুণ পত্রবাহকও কল্যাণী নগরে এসে রাজগুরুর প্রাসাদে আসার সময় জেনে নেয়। একদিন পূর্বাহ্নে রাজগুরু তাঁর অপর এক শিষ্যকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করছেন এমন সময় ঐ ভিক্ষুবেশধারী তরুণও সুযোগ বুঝে রাজগুরুর অনুগমন করেন। রক্ষীগণ ঐ তরুণকে রাজগুরুর অতিথি মনে করে বাধা দেয় নি এবং রাজগুরুও অনুরূপ ভিক্ষু বেশধারী ঐ তরুণকে রাজার নিমন্ত্রিত ভিক্ষু মনে করেন। এভাবে রাজগুরুর সাথে উক্ত তরুণও আতিথ্য গ্রহণ করে।

আহারান্তে রাজা ও রাণী উভয়ে রাজগুরুকে যথারীতি বিদায় অভিবাদন জানান। ইত্যবসরে ঐ তরুণ লুকিয়ে আনা উত্তিয়ের পত্রখানি

রাণীর সম্মুখে ফেলে দেয়। মেঝেতে তালপত্র পড়ার শব্দে চকিত হয়ে রাজা পেছন ফিরে তাকাতেই রাজার দৃষ্টি তালপত্রে আকৃষ্ট হয় এবং তিনি তা তুলে নেন। তালপত্রে লেখা হস্তলিপি দেখে এবং পত্রের বিষয়বস্তু পড়ে তিনি ভাবলেন, এ পত্র রাজগুরুর লেখা। রাজগুরু স্বয়ং না দিয়ে শিষ্যের মাধ্যমে এই পত্র দিয়েছেন। এ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রাজা ক্রোধান্ধ হন। ক্রোধাগ্নি সামলাতে অক্ষম হয়ে তৎক্ষণাৎ রাজগুরুকে উত্তপ্ত তৈলকটাহে নিক্ষেপ করার আজ্ঞা দেন। রাজার আদেশে তাঁকে উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করা হয়। রাজগুরুর সাথে পত্রবাহক ভিক্ষুবেশী তরুণকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

উত্তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত হবার সময় রাজগুরু কল্যাণ মহাস্থবির নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁর অলৌকিক ঋদ্ধি শক্তির প্রভাবে তিনি স্বচ্ছ সরোবরে ভাসমান সর্বকলুষ মুক্ত রাজহংসের ন্যায় উত্তপ্ত তৈলোপরি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হন এবং রাজা-প্রজা উভয়ের মঙ্গলাকাঙ্খী হয়ে উপদেশচ্ছলে তাঁর নিজ পূর্বজন্মকৃত কুকর্মের বিপাকের কথা উল্লেখ করে বলেন-

অতীতে তিনি একবার কোন এক স্থানে এক গোয়ালা পরিবারে জন্মেছিলেন। একদিন দুধ গরম করার সময় এক মাছি দুধের পাত্রে উড়ে বসেছিল। মাছিকে পাত্রে বসতে দেখে তিনি ক্রোধবশতঃ এক বড় হাতার সাহায্যে ঐ মাছিকে উত্তপ্ত দুধের কড়াইতে ফেলে দিয়েছিলেন। ঐ প্রাণীহত্যাজনিত পাপকর্ম্মের বিপাকে তাঁকে এভাবে উত্তপ্ত তৈল কটাহে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছে।

কথিত আছে এই শীলবান রাজগুরুকে তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষিপ্ত করায়-দেবগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং দৈবকোপের পরিণামে লঙ্কাদ্বীপের পার্শ্ববর্তী নয়টি দ্বীপ এবং কল্যাণীর নিকটবর্তী পাঁচ শত গ্রাম সমুদ্রে পরিণত হয়। এই অভাবনীয় ঘটনায় রাজাও ভীত হয়ে নিজ কন্যা 'দেবী'কে সুবর্ণময় দ্রোণীতে রেখে দেববলির উদ্দেশ্যে ভাসিয়ে দেন। দ্রোণীর গাত্র সংলগ্ন সুবর্ণফলকে এই কথাটি উৎকীর্ণ হয়েছিল- "এই প্রিয়া কন্যা "দেবী"কে দেববলি দেওয়া হয়েছে।"

দ্রোণীটি ভাসতে ভাসতে রোহণ জনপদের রাজধানী মহাগ্রামের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রতটে এসে ভিড়ে। এই ঘটনা নাবিকগণ রাজাকে জানায়। ঐ সময় মহাগ্রামে "কাত্তন তিষ্য" নামে এক ধার্মিক রাজা রাজত্ব করতেন। সংবাদ পেয়ে তিনি সমুদ্রতীরে যান এবং ক্ষোদিত লিপি পাঠ করে "দেবী"কে রাজধানীতে নিয়ে আসেন। কালান্তরে তাঁকে পাটরাণীর আসন প্রদান করেন। পরে তাঁর রাজত্বকালেই ঐ সমুদ্রতীরে এক সুরম্য বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। বিহারের নাম ছিল "কিরিন্দমুদ বিহারয়।" সিংহলী ভাষায় এর অর্থ সমুদ্রতীরবর্তী বিহার (মন্দির)।

এ বিহার বর্তমানে "কিরিন্দমুদ রাজ বিহারয় নামে" বিখ্যাত। দক্ষিণ লংকার- 'মাতর' জেলায় অবস্থিত এ বিহারটি এখনও সুরক্ষিত এবং বহু ভিক্ষুর বাসস্থান।

পুস্তাকান্তর্গত গাথাগুলি উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে ভাসমান অবস্থায় মহাস্থবির কর্তৃক ভাষিত হওয়ায় পুস্তকটির "তৈলকটাহ গাথা" নামই অন্য নামের চেয়ে অধিকতর অর্থবহ ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

এ গ্রন্থের পঠন-পাঠন পাঠক মাত্রকেই আপন আপন কর্তব্য নির্ধারণার্থে ভাবিয়ে তোলে। এ গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকগণ একদিকে প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যাভিচার, মিথ্যাভাষণ, মদ্যপানজনিত পাপময় দুঃশীল জীবন ও অন্যদিকে শীলময়, ভাবনাময় অনুশীলিত জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে অবগত হন এবং এর সাথে অস্ত্র-শস্ত্র, যক্ষ রক্ষ, বিষাগ্নি আদি সর্ববিধ ভয় বিনাশক মৈত্রী ভাবনার অমোঘ শক্তির নজিরও পান।

পিটকান্তর্গত না হলেও, এই গ্রন্থ মূল বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। সিংহল, বর্মা, লাওস, থাইল্যাণ্ড আদি বৌদ্ধ দেশের বৌদ্ধগণ আজও এটিকে ধর্মপদের ন্যায় নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থরূপে ব্যবহার করেন।

এতদ্ব্যতীত অতি সরল পালি ভাষায় রচিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটির কাব্যিক মূল্যও কম নয়। এর রচনাশৈলী ভাবে-রসে পুর্ণ ও ছন্দোময় হওয়ায় এতে একাধারে ধর্ম ও কাব্যের সমন্বিতরূপে পরিলক্ষিত হয়। এ জন্যে ধর্ম-পিপাসু ও কাব্য-রসিক উভয়েই এর রসাস্বাদনে সমর্থ হন।

বিদেশী বৌদ্ধগণই যে কেবল এ গ্রন্থের রসাস্বাদ করেন, তা নয়। স্বদেশী ধর্মানুরাগী ও কাব্যরসগ্রাহীগণের নিকটও এ গ্রন্থটি সমাদৃত হয়েছে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এ গ্রন্থটি চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মীয় নানা গ্রন্থপ্রণেতা প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির কর্তৃক বাংলা ভাষায় সঙ্কলিত হয়েছিল। ঐ গ্রন্থে ৯৮টি গাথার সন্নিবেশ হয়ে ছিল। এর উনত্রিশ বৎসর পর, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটির সারনাথস্থ শাখার প্রাক্তন সম্পাদক ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির মূল পালি গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীলংকায় (সিংহল) অধ্যায়নকালে তিনি তথাকার 'তেলকটাহ গাথা'র পুরনো সংস্করণে প্রাপ্ত' একশত, গাথার অনুবাদ করেছিলেন।

মূল গ্রন্থে এর সংকলন কর্তার নাম ও সংকলন কালের কোন উল্লেখ না থাকায় আলোচ্য বিষয়গুলো আজও বিবদমান ও বিতর্কিত হয়ে রয়েছে। ঁধর্মরক্ষিত মহাস্থবির ৩৩৯-৮৩ বুদ্ধাব্দ (খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী) কে এ গ্রন্থের আনুমানিক রচনাকাল হিসেবে দেখিয়েছেন।

বিশ্ব ভারতীর পালি বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় তাঁর "পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দকে 'তেলকটাহ গাথা'র সম্ভাব্য রচনাকাল বলে অনুমান করেছেন।

পুস্তকান্তর্গত গাথাগুলো কল্যাণীর রাজগুরু কল্যাণ মহাস্থবির কর্তৃক ভাষিত হওয়ায় অনেকে তাঁকেই এ গ্রন্থের রচয়িতা বলে মনে করে নেন। আবার অনেকের মতে রাজগুরুর অনুগামী অন্তেবাসী শিষ্যই এ গ্রন্থের মূল সংকলক। এ বিষয় নিয়ে পণ্ডিত মহলে এখনও মতনৈক্য রয়েছে। তবে একটি বিষয়ে তাঁরা এক মত হতে পেরেছেন। তা হচ্ছে এর মূল রচয়িতা বা সংকলক যেই হউক না কেন তিনি একজন সিংহলবাসী।

এর সুনিশ্চিত রচনাকাল নির্ণয়ার্থে সিংহলের (সিরিলংকার) শাসকবর্গের বংশানুক্রমিক ইতিহাস এবং এই গ্রন্থ ও রাজা দুষ্টগামিনীর পরবর্তী কালের পালি সাহিত্যের অন্যান্য কাব্য গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দাবলীর গবেষণা ও তুলনাত্মক অধ্যয়নের বিশেষ প্রয়োজন। সময়াভাবে

তা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। এ ব্যাপারে পালি ভাষা ও সাহিত্যবিদ্গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ভিক্ষু সত্যপাল

কৃতজ্ঞতা

মাত্র কয়েকমাস পূর্বে কোলকাতার মহাবোধি সোসাইটির বুক এজেন্সীতে বই কিনতে গিয়ে 'তেলকটাহ গাথার' হিন্দী অনুবাদ গ্রন্থখানি চোখে পড়ে এবং কিনে ফেলি। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় অত্যধিক মনোগ্রাহী হওয়ায় অধ্যয়নের ফাঁকে এর বাংলা অনুবাদের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করি।

উত্তরবঙ্গের বিন্নাগুড়িস্থ ডুয়ার্স মৈত্রী বিহারের বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ জিনসে নর উদ্যোগে আয়োজিত পরিবাস উৎসবের পূর্বে এ গ্রন্থ প্রকাশ করার লক্ষ্য রেখে অনুবাদ কার্য্যে অগ্রসর হই। অনুবাদ কার্য্য সমাপ্ত হলে কোলকাতা এসে বয়োঃজ্যেষ্ঠ স্থবির-মহাস্থবির ভন্তেগণের সাথে আলাপকরা কালে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানানন্দ মহাস্থবির ভন্তে প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির অনুদিত 'তেলকটাহ গাথা' গ্রন্থখানি দেখান। বঙ্গাক্ষরে রচিত গ্রন্থটি দেখা মাত্রই অনুবাদের প্রতি বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাগণের হয়ে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই গ্রন্থ আজ দুষ্প্রাপ্য। প্রায় বাষট্টি বছর পর বাঙ্গালী পাঠক সমাজকে পুনঃ এর রসাস্বাদনের সুযোগদানের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থটি আধুনিক ধাঁচে অনুবাদ করেছি।

পাণ্ডুলিপি তৈরী হলে কি হবে? প্রকাশকের প্রয়োজন। প্রকাশকের অভাবে বহুগ্রন্থকার ও অনুবাদকের অগণিত পাণ্ডুলিপি আজও অনিশ্চিত অনাগত কালগর্ভে প্রকাশলাভের অপেক্ষায় দিন গুনছে। তাই অনুবাদকার্য্য সমাপ্ত হলেও এ পাণ্ডুলিপিখানি যে আদৌ মুদ্রিত গ্রন্থকারে পাঠক সমাজের পরশস্পর্শ লাভ করতে পারবে সে ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ছিলাম।

শ্রদ্ধেয় গুরুবর বিদর্শনাচার্য্য ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির মহোদয় এই গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যয়ভার গ্রহণ করে আমাকে উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করেছেন।

সদ্ধর্ম ও শাসনের হিতার্থে তাঁর অসংখ্য অবদানের মধ্যে এটি সামান্য একটি সংযোজন।

ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সঙ্ঘরাজ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয় তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মুখবন্ধ রচনার মাধ্যমে অনালোকিত বিষয়ে আলোকপাত করে এই গ্রন্থের গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তেলকটাহ গাথা ভাষিত হবার পূর্বাবস্থা যাতে পাঠক-পাঠিকাগণের স্মৃতির মণি কোঠায় দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে, সে উদ্দেশ্যে অতি সীমিত সময়ের মধ্যে শ্রদ্ধেয় রতনজ্যোতি স্থবির ভন্তেপুস্তকপরিচিতির অন্তর্গত ঘটনাভিত্তিক চিত্রটি এঁকে দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

চিত্রটি দেখে আনন্দিত হবার সাথে, এর ব্লক নির্মান ও ছাপা খরচ-জনিত ব্যয়াধিক্যের দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম। তবে সৌভাগ্যক্রমে বোম্বেনিবাসী ব্রহ্মচারী মণীন্দ্র লাল বড়ুয়া মহোদয়কে কোলকাতায় পেয়ে চিন্তামুক্ত হই। এই চিত্রের ব্লক নিমার্ণের ব্যয়ভার বহন করার প্রস্তাব দিলে তিনি সানন্দে রাজী হন। জানতাম তিনি না করবেন না। কারণ বুদ্ধগয়াস্থ মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দিল্লীস্থ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অধ্যায়নকালে তাঁর যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। তজ্জন্য এই উদারমনা দাতার প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করি।

এ গ্রন্থের শব্দলংকরণে গড়িয়া নিবাসী শ্রী রথীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া মহোদয়ের সহযোগিতা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

প্রুফ সংশোধনকালে প্রেসের নিকটবর্তী ডোভার লেনস্থ রির্জাভ ব্যাঙ্ক কোয়ার্টারের ১৭ এ ফ্ল্যাটে আহার-বিহারের সুবিধা প্রদানকরে শ্রী সুনীল বড়ুয়া ও তদ্‌সহধর্মিনী শ্রীমতী কৃষ্ণা বড়ুয়া এবং কলিকাতাস্থ মহাবোধি সোসাইটিতে দুই মাসাধিক্‌কাল থাকার আবাসীর সুবিধা প্রদান করে শ্রদ্ধেয় ডঃ এন জিনরতন নায়ক মহাথের মহোদয় আমার চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়েছেন।

পালি বর্ণমালায় হলন্তযুক্ত অক্ষরের ব্যবহার নেই। তা সত্ত্বেও যুক্তাক্ষরের অভাবে এ গ্রন্থে কোথাও কোথাও হলন্তযুক্ত অক্ষরের ব্যবহার

করা হয়েছে। আশা করি পাঠক-পাঠিকা ও পালি শিক্ষার্থীগণ হলন্তযুক্ত অক্ষর পঠনকালে যুক্তাক্ষর পাঠ করার ন্যায় উচ্চারণ করবেন।

যথাসাধ্য নির্ভুল মুদ্রণের জন্য প্রেস সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী চরণ দাস এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দের সহযোগিতা সত্যই প্রশংসার্হ। তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই।

সংসারের কর্মময় শতব্যস্ততার মধ্যে পাঠকসমাজ তাঁদের অমূল্য সময়ের যৎকিঞ্চিৎ সময়ও যদি এ গ্রন্থের রসাস্বাদনার্থে দান করেন, তবে এ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে মনে করব।

ভিক্ষু সত্যপাল

তাং ১৪-৩-৮১ ইং

তেলকটাহ গাথা

[নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মসম্বুদ্ধস্‌স]

লঙ্কিস্‌সরো জয়তু বারণরাজগামী,
ভোগিন্দ-ভোগ-রুচিরা'য়ত পাণ বাহু।
সাধু'পচার নিরতো গুণ-সন্নিবাসো,
ধম্মে ঠিতো বিগতো কোধ মদা'বলেপো ॥ ১ ॥

রাজার প্রশংসা

গজেন্দ্রগামী, নাগরাজতুল্য ঐশ্বর্য্যভোগী, আজানুলম্বিত ও স্থূলবাহুসম্পন্ন, সাধু উপচারে ও নানা পূণ্যকার্য্যেরত, নানা গুণাধারসদৃশ্য, দশবিধ রাজধর্মে অধিষ্ঠিত, মান-মদ, ক্রোধ-মাৎসর্য্য বিহীন লঙ্কেশ্বরের জয় হউক।

যো সব্বলোকমহিতো করুণা'ধিবাসো,
মোক্‌খা'করো রবিকুলম্বর পুন্নচন্দো।
ঞোয়্যো'দধিং সুবিপুলং সকলং বিবুদ্ধো,
লোকু'ত্তমং নমথ তং সিরসা মুনীন্দং ॥ ২ ॥

বুদ্ধ বন্দনা

সর্বজনপূজ্য, করুণাধার, মুক্তিদায়ক ধর্মের আকর, সূর্য্যবংশরূপী আকাশে উদীয়মান পূর্ণচন্দ্র ও নিবার্ণগামী অতুল জ্ঞান-সমুদ্রমন্থনকারী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ মুনীন্দ্রকে নতমস্তকে বন্দনা জানান।

সোপানমালম'মলং তিদসা'লয়স্‌স,
সংসার সাগর সমুত্তরণায় সেতুং।
সব্বা'গতিভয় বিবজ্জিত খেম মগ্গং,
ধম্মং নমস্‌সথ সদা মুনিনা পণীতং ॥ ৩ ॥

অপায়িক সর্বভয় বিবর্জিত, ত্রিদশালয় (দেবলোক) আরোহণের নির্মল সোপানমালা ও সংসার সাগর সমুত্তীর্ণ হবার বুদ্ধ-প্রশংসিত একমাত্র সেতুসদৃশ সেই লোকোত্তর ক্ষেম মার্গকে সর্বদা বন্দনা করুন।

দেয়্যং ত'দপ্প'মপি যথ পসন্নচিত্তা,
দত্বা নরা ফলমু'লারতরং লভন্তে।
তং সব্বদা দসবলেনপি সুপ্পসত্থং,
সঙ্ঘং নমস্সথ সদা'মিতপুঞ্ঞখেত্তং ॥ ৪ ॥

দশবল (বুদ্ধ) প্রশংসিত যে অপরিমেয় পুণ্যক্ষেত্রে প্রসন্নচিত্তে সামান্য দান দিয়েও দাতাগণ (মানুষ) বিপুল ফললাভ করেন নেই সঙ্ঘকে সর্বদা বন্দনা জানান।

তেজোবলেন মহতা রতনত্তয়স্স,
লোকত্তয়ং সম'ধিগচ্ছতি যেন মোক্খং।
রক্খা ন চ'ত্থি চ সমা রতনত্তয়স্স,
তস্মা সদা ভজথ তং রতনত্তয়ং ভো ॥ ৫ ॥

ত্রিরত্ন বন্দনা

ওহে সত্ত্বগণ! যে রত্নত্রয়ের পূজার প্রভাবে ত্রিভূবনবাসীগণ মুক্তিমার্গে গমন করেন, অনন্য শরণতুল্য সেই ত্রিরত্নের ভজনা করুন।

লঙ্কিস্সরো পরহিতে 'করতো নিরাসো,
রত্তিম্পি জাগরতো করুণা'ধিবাসো।
লোকং বিবোধয়তি লোক হিতায় কামং,
ধম্মং সমাচরথ জাগরিকা'নুযুত্তা ॥ ৬ ॥

সদা পরহিতব্রতী, নিঃস্বার্থ-পরায়ণ, স্মৃতিবান, পরদুঃখে দুঃখী নিশাচর, করুণাবান লঙ্কেশ্বর লোকহিতে প্রজাগণকে উপদেশ দেন- 'হে প্রজাগণ! অপ্রমত্ত থেকে ধর্মাচরণ করুন।'

সত্তো'পকার নিরতা কুসলে সহায়া,
ভো দুল্লভা ভুবি নরা বিগতপ্পমাদা।

লঙ্কাধিপং গুণধনং কুসলে সহায়ং,
আগম্ম সঞ্চরথ ধম্ম'মলং পমাদং ॥ ৭ ॥

ধর্মাচরণ

ওহে সত্ত্বগণ! পরোপকারী ও পুণ্যময় কল্যাণকর্মে সাহায্যকারী মানুষ এ সংসারে বড়ই দুর্লভ। এমন গুণবান কল্যাণমিত্র লঙ্কাধিপতিকে পেয়ে প্রমাদের বশবর্তী হওয়া উচিত নয়। তাঁহাকে অবলম্বন করে মনোযোগ সহকারে ধর্মপালন করুন।

ধম্মো তিলোকসরণো পরমো রসানং,
ধম্মো মহগ্ঘরতনো রতনেসু লোকে।
ধম্মো হবে তিভবদুক্খ বিনাস হেতু,
ধম্মং সমাচরথ জাগরিকা'নুযুত্তা ॥ ৮ ॥

ধর্মই ত্রিলোকের সর্ববিধ শরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শরণ, রসের মধ্যে পরম রস, ও মূল্যবান রত্নরাজির মধ্যে অমূল্যরত্ন। ধর্মই ত্রিভবের যাবতীয় দুঃখের একমাত্র দুঃখহারক। অতএব অপ্রমত্ত হয়ে ধর্মাচরণ করুন।

নিদ্দং বিনোদয়থ ভাবয়থ'প্পমেয়্যং,
দুক্খং অনিচ্চম'পি চে'হ অনত্ততং চ।
দেহে রতিং জহথ জজ্জরভাজনাভে,
ধম্মং সমাচরথ জাগরিকানুযুত্তা ॥ ৯ ॥

নিদ্রা (তন্দ্রা) বর্জন করুন, ব্রহ্মবিহারী হও আর পঞ্চস্কন্ধে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এ লক্ষণত্রয়ের ভাবনা (চিন্তা) করুন। ভঙ্গুর পাত্রতুল্য এ দেহে উৎপন্ন আসক্তি (কামরতি) ত্যাগ করে- অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় জাগ্রত থেকে ধর্মাচরণ করুন।

ওকাসম'জ্জ মম নত্থি সুবে করিস্সং,
ধম্মং ইতী'হ'লসতা কুসলপ্পয়োগে।
নালং তিয়দ্ধসু তথা ভুবনত্তয়ে চ,
কামং ন চ'ত্থি মনুজো মরণা পমুত্তো ॥ ১০ ॥

মরণ সংজ্ঞা

ত্রৈকালিক ত্রিভুবনে মৃত্যুহীন কেহ নয়। অতএব আজ আমার সময় নেই, কাল ধর্ম (দানাদি কুশল কর্ম) করব- চিন্তা করে অলসতা করা উচিত নহে।

খিত্তো যথা নভসি কেনচিদেব লেড্ডু,
ভূমিং সমাপততি ভারতয়া খণেন।
জাতত্তমে'ব খলু কারণমে'কমে'ব,
লোকং সদা ননু ধুবং মরণায় গন্তু? ॥ ১১ ॥

উর্দ্ধাকাশে উৎক্ষিপ্ত চিল যেমন আপন ভারে ক্ষণকাল পরে পতনমুখী হয়ে ভূমিস্পর্শ করে, প্রাণীগণও ঠিক তেমন জন্মলাভ করা মাত্রই অসহায়ভাবে মৃত্যুমুখে গমনশীল হয়। একথা ত্রৈকালিক ধ্রুব-সত্য নহে কি?

কামং নরস্স পততো গিরিমুদ্ধনাতো,
মজে-ঝ ন কিঞ্চি ভয়নিস্সরণায় হেতু।
কামং বজন্তি মরণং তিভবেসু সত্তা,
ভোগে রতিং পজহথ'পি চ জীবিতে চ ॥ ১২ ॥

পর্বতকুট হতে পতনশীল ব্যক্তির জীবন রক্ষার যেমন আর কোন উপায় থাকে না, ঠিক তেমনভাবে তিনমর্ত্যলোকের প্রাণীগণও জন্মমাত্রই অসহায় ভাবে মৃত্যু অভিমুখে ধাবন করেন। অতএব ভোগবিলাসী ও দীর্ঘায়ু হবার বাসনা বর্জন করুন।

কামং পতন্তি মহিয়া খলু বস্স ধারা,
বিজ্জুল্লতা বিতত মেঘমুখা পমুত্তা।
এবং নরা মরণ ভীম পপাত মজ্ঝে,
কামং পতন্তি নহি কোচি ভবেসু নিচ্চো ॥ ১৩ ॥

বজ্রাঘাতের পর মেঘমণ্ডল হতে ঝরে পড়া বারিধারার মেদিনী স্পর্শ যেমন সুনিশ্চিত, জাত ব্যক্তির মৃত্যুরূপী প্রপাতগমনও ঠিক সেরূপ সুনিশ্চিত। ত্রিলোকে নিত্য (অমর) কেহই নয়।

বেলাতটে পটুতরো'রু তরঙ্গমালা,
নাসং বজন্তি সততং সলিলা'লয়স্স।
নাসং তথা সমুপয়ন্তি নরামরানং,
পাণানি দারুণতরে মরণো'দধিম্হি ॥ ১৪ ॥

সমুদ্রের বেগবতী চঞ্চলা তরঙ্গমালা যেরূপ চিরকাল সমুদ্রতট প্রাপ্ত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রুপ দেব-মনুষ্যগণের প্রাণও মরণও মরণরূপী অতি ভয়ংকর সমুদ্রতটে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

রুদ্ধোপি সো রথবরস্স গজাধিপেহি,
যোধেহি চা'পি সবলেহি চ সায়ুধেহি।
লোকং বিবঞ্চিয় সদা মরণু'সভো সো,
কামং নিহন্তি ভুবনত্তয় সালিসণ্ডং ॥ ১৫ ॥

উত্তম রথ, অশ্ব, হস্তী, সৈন্য, অস্ত্র আদি নানা শক্তি দিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও ঐ মৃত্যুরূপী বৃষভ শালি-ষণ্ডতুল্য মর্ত্যলোকবাসী প্রাণীগণকে বঞ্চনাপূর্বক বিনাশ করে।

ভো মারুতেন মহতা বিহতো পদীপো,
খিপ্পং বিনাস মুখমে'তি মহপ্পভোপি।
লোকে তথা মরণচণ্ড সমীরণেন,
খিপ্পং বিনস্সতি নরায়ু মহাপদীপো ॥ ১৬ ॥

ও হে সত্ত্বগণ! প্রচণ্ড বাত্যাহত হয় উজ্জ্বল দীপশিখা যেভাবে হঠাৎ নিভে যায়, মহাপ্রদীপ তুল্য নরায়ুও ঠিক সেভাবে এ সংসারে মরণরূপী চণ্ড বাত্যাপ্রহারে নিস্প্রভ হয়।

রাম'জ্জুনপ্পভৃতি ভূপতি পুঙ্গবা চ,
সুরা পুরে রণমুখে বিজিতা'রি সংঘা।
তেপী'হ চণ্ডমরণো'ঘ নিমুগ্নদেহা,
নাসং গতা জগতি কে মরণা পমুত্তা? ॥ ১৭ ॥

অতীতে রাম, অর্জুন প্রভৃতি যে শত্রু-সংহারক, রণঞ্জয়ী সুর, নৃপতি ও পুরুষোত্তমগণ ছিলেন, তাঁরাও এখানে মৃত্যুরূপী ভয়াবহ বন্যাপ্রবাহে ডুবে অস্তিত্বহীন হয়েছেন। এ সংসারে কে (আছে) মৃত্যুহীন?

লক্‌খী চ সাগরপটা সধরাধরা চ,
সম্পত্তিয়ো চ বিবিধা অপি রূপসোভা।
সব্বা চ তা অপি চ মিত্ত সুতা চ দারা,
কে বাপি কং অনুগতা মরণং বজন্তং ॥ ১৮ ॥

ধন-সম্পত্তি, পাহাড়-পর্বত, রূপ-সৌন্দর্য্য ও সসাগরা পৃথিবী আদি অজীব জাগতিক লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য্য) এবং পুত্র-মিত্র, ভার্য্যা, কন্যা, বন্ধু, বান্ধবাদি সজীব লক্ষ্মীর (ঐশ্বর্য্য) কে কার মরণকালে অনুগমন করে?

ব্রহ্মা'সুরা সুরাগণা চ মহা'নুভাবা,
গন্ধব্বকিন্নর মহো'রগ রক্‌খসা চ।
তে চা'পরে চ মরণ'গ্গি সিখায় সব্বে,
অন্তে পতন্তি সলভা ইধ খীণ পুঞ্ঞা ॥ ১৯ ॥

মহানুভবসম্পন্ন ব্রহ্মা, সুরাসুর, গন্ধর্ব, কিন্নর, মহানাগ, রাক্ষস, সুপর্ণাদি সব প্রাণী কালান্তরে আপন আপন পুণ্যক্ষয়বশতঃ মরণানলে পতিত হয়।

যে সারিপুত্ত পমুখা মুনিসাবকা চ,
সুদ্ধা সদা'সবনুদা পরমি'দ্ধিপত্তা।
তে চা'পি মচ্চুবলভামুখ সন্নিমুগ্গা,
দীপানি বা'নিল হতা খয়তং উপেতা ॥ ২০ ॥

ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত্যাহত নিষ্প্রভ প্রদীপের ন্যায় কামরাগাদি আশ্রবহীন পরম ঋদ্ধিবান সারিপুত্র প্রমুখ মুনি-ঋষি, শ্রাবক-অগ্রশাবক সবাই মৃত্যুরূপী বাড়বানলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছেন।

বুদ্ধা'পি বুদ্ধ কমলা'মল চারুনেত্তা,
বত্তিংস লক্‌খণ বিরাজিত রূপ-সোভা।
সব্বা'সবক্‌খয় করা'পি চ লোক নাথা,
সম্মদ্দিতা মরণমত্ত মহাগজেন ॥ ২১ ॥

প্রস্ফুটিত অমল কমল সদৃশ চারুনেত্রসম্পন্ন ও বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ যুক্ত অঙ্গে অনুপদীপ্তিশালী সর্বাশ্রব বিধ্বংসক লোকনাথ বুদ্ধও মৃত্যুরূপী মহানাগ কর্ত্তৃক পরিমর্দ্দিত হয়েছেন।

রোগা'তুরেসু, করুণা ন জরাতুরেসু,
খিড্ডাপরেসু সুকুমার কুমারকেসু।
লোকং সদা হনতি মচ্চু মহাগজিন্দো,
দাবা'নলো বনমি'বা'বিরতো অসেসং ॥ ২২ ॥

মৃত্যুরূপী মহাগজেন্দ্র সদা সর্বদাই সংসারে রোগাতুর, জরাতুর, সকলকে, এমন কি ক্রীড়ারত সুকুমারদেরও অতৃপ্ত লেলিহান দাবানলের ন্যায় নিষ্করুণভাবে ধ্বংস করে।

আপুণ্ণতা ন সলিলেন জলা'লয়স্স,
কট্ঠস্স চা'পি পহুতা ন হুতাসনস্স।
ভুত্বান সো তিভুবনম্পি তথা অসেসং,
ভো নিদ্দয়ো ন খলু পীতিমু'পেতি মচ্চু ॥ ২৩ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! অবিরাম জল সিঞ্চন চালিলেও যেমন সমুদ্র পূর্ণ হয় না, অধিক কাষ্ঠ দহনেও যেমন অগ্নির তৃপ্তি ঘটে না, ঠিক তেমন ত্রিভুবনকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করেও নির্দয়ী মৃত্যুরাজের সন্তুষ্টি হয় না।

ভো মোহ মোহিততয়া বিবসো অধঞ্ঞা,
লোকো পতত্য'পিহি মচ্চু মুখে সুভীমে।
ভোগে রতিং'সমুপয়াতি বিহীন পঞ্ঞা,
দোলাতরঙ্গচপলে সুপিনো'পমেয়্যো ॥ ২৪ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! হতভাগা অজ্ঞানী মানবগণ ভয়াবহ মৃত্যুমুখে পতনশীল হওয়া সত্ত্বেও মোহবশতঃ দোদুল্যমান তরঙ্গ ও স্বপ্নতুল্য ভোগবিলাসে আসক্তি উৎপন্ন করে।

একোপি মচ্চু রভি হন্তু'মলং তিলোকং,
কিন্নিদয়া অপি জরা'মরণানুযায়ী।
কো বা করেয়্য বিভবেসু চ জীবিতা'সং,
জাতো নরো সুপিন সঙ্গম সন্নিভেসু ॥ ২৫ ॥

এই একমৃত্যুই সমগ্র ত্রিলোকের বিনাশ সাধনে সমর্থ।নিদ্রাশীলী হয়ে এমন নির্দয়ী জরা-মরণের অনুগমনে কি লাভ? এমতাবস্থায় স্বপ্নবৎ জীবন ও বৈভবে ডুবে বেঁচে থাকার আশা কোন্ ব্যক্তি করবে?

নিচ্চাতুরং জগদি'দং সভয়ং সসোকং,
দিস্বা চ কোধ মদ মোহং জরা'ভিভূতং।
উব্বেগমত্তম'পি যস্স ন বিজ্জতি চে,
সো দারুণো ন মরণো বত তং ধিরত্থু ॥ ২৬ ॥

নিত্য ভয়াতুর, শোকাতুর, মদ, মোহ, ক্রোধ, জরা, বার্ধক্য লাঞ্ছিত এই জগৎ দর্শন করা সত্ত্বেও যার মধ্যে বিন্দুমাত্র সংবেগ উৎপন্ন হয় না, সেই ব্যক্তিই দারুণ চণ্ড। মৃত্যু দারুণ নয়। ঐ চণ্ড ব্যক্তিকে ধিক্কার।

ভো ভো ন পস্সথ জরা'সিধরং হি মচ্চু,
মাহঞ্ঞ মান'মখিলং সততং তিলোকং।
কিং নিদ্দয়া নয়থ বীতভয়া তিয়ামং,
ধম্মং সদা'সবনুদং চরথ'প্পমত্তা ॥ ২৭ ॥

ওহে, ওহে সত্ত্বগণ! জরারূপী খড়্গধারী মৃত্যুকে কি সততঃ ত্রিলোকহননকারীরূপে দেখতে পাও না? কেন নির্ভয়ে ঘুমিয়ে অযথা ত্রিযাম ক্ষেপন করছেন? স্মৃতিমান হয়ে পাপনাশক ধর্ম আচরণ করুন।

ভাবেথ ভো মরণমার বিবজ্জনায়,
লোকে সদা মরণ সঞ্ঞমি'মং যতত্তা।
এবঞ্হি ভাবনরতস্স নরস্স তস্স,
তণ্হা পহীয়তি সরীরগতা অসেসা ॥ ২৮ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! মৃত্যু-মারপাশ বর্জন হেতু এ সংসারে সদা সযত্নে 'মরণানুস্মৃতি' ভাবনা করো। এ ভাবনার প্রভাবে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা দর্শন করেন, তাঁদের দেহজাত তৃষ্ণা সমূলে বিনষ্ট হয়।

রূপং জরা পিয়তরং মলিনী করোতি,
সব্বং বলং হরতি অত্তনি ঘোর রোগো।
নানূ পভোগ পরিরক্খিতম'ত্তভাবং,
ভো মচ্চু সংহরতি কিং ফলম'ত্ত ভাবে ॥ ২৯ ॥

অনিত্য সংজ্ঞা

ওহে সত্ত্বগণ! জরা প্রিয়তর এই রূপকে মলিন (শ্রী হীন) করে দেয়। দুরারোগ্য ব্যাধি এই সুস্থ সবল দেহের সব শক্তি ছিনিয়ে নেয় আর মৃত্যু নানাবিধ উপকরণে সুরক্ষিত জীবনকে সংহার করে। অতএব এইরূপে দেহের কি প্রয়োজন?

কম্ম নিলা'পহত রোগতরঙ্গ ভঙ্গে,
সংসার সাগর মুখে বিততে বিপন্না।
দুকেখাদয়ং পমাদমকরিত্থ করোথ মোক্খং,
দুক্খোদয়ং ননু পমাদময়ং নরানং ॥ ৩০ ॥

সুবিশাল সংসার সমুদ্রের রোগতরঙ্গে নিমজ্জমান ও কর্মরূপী বায়ুপ্রবাহে আহত ও ধাবমান হে সত্ত্বগণ! আর প্রমাদ করবেন না। অচিরেই আত্মসংরক্ষণহেতু মোক্ষকর কার্য্য অবলম্বন করুন। দুঃখোৎপত্তি কি মানবগণের প্রমত্ততার পরিচায়ক নয়?

ভোগো চ মিত্তসুত পোরিস বন্ধবা চ,
নারী চ জীবিত সমা অপি খেত্ত বত্থু।
সব্বানি তানি পরলোক'মিতো বজন্তং,
না'নুব্বজন্তি কুসলা কুসলং চ লোকে ॥ ৩১ ॥

ভোগৈশ্বর্য্য, মিত্র, পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, জীবনসমা নারী, খেত-খামার কেহই পরলোকগামীর সহগামী হয় না। জীবিতকালের কৃত পাপ-পুণ্যই কেবল তার অনুগামী হয়।

ভো বিজ্জু চঞ্চলতরে ভব সাগরম্হি,
খিত্তা পুরা কত মহা পবনেন তেন।
কামং বিভিজ্জতি খণেন সরীর নাবা,
হত্থে করোথ পরমং গুণ হত্থসারং ॥ ৩২ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! পূর্বজন্মকৃত পাপ-পুণ্যময় মহাকর্মবায়ুর প্রচণ্ড প্রহারে বিদ্যুৎতুল্য চঞ্চল সংসার সাগরে উৎক্ষিপ্ত দেহ-তরী মূহর্ত্তেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। অতএব দান-শীল-ভাবনাদি হস্তসার হস্তাধীন করার চেষ্টা করুন।

নিচ্চং বিভিজ্জতী'হ আমক ভাজনং'ব,
সংরক্খিতো'পি বহুধা ইধ অত্তভাবো।
ধম্মং সমাচরথ সগ্গ প্পতিট্ঠং,
ধম্মং সুচিণ্ন'মিহ'মেব ফলং দদাতি ॥ ৩৩ ॥

নানাভাবে সংরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এ দেহ অপক্ক মেটে পাত্রের ন্যায় সর্বদাই ভঙ্গুর। অতএব স্বর্গগতি প্রাপ্তি হেতু ধর্মাচরণ করুন। কারণ কেবল সদাচরিত ধর্মই (কুশল কর্ম সম্পাদন) এ (স্বর্গ) গতি প্রদানে সমর্থ।

রত্ত্বা সদা পিয়তরে দিবি দেবরজ্জে,
তম্হা চবন্তি বিবুধা অপি খীণ পুঞ্ঞা।
সব্বং সুখং দিবি ভুবী'হ বিয়োগ নিষ্ঠং,
কো পঞ্ঞবা ভব সুখেসু রতিং করেয়্য ॥ ৩৪ ॥

সদা প্রিয়তর স্বর্গ-সুখে লালিত-পালিত দেবাদিদেবগণও পুণ্যক্ষয়হেতু স্বর্গচ্যুত হন। পার্থিব-অপার্থিব সকল সুখেরই বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। অতএব কোন্ প্রজ্ঞাবান এই ভবসুখে আসক্তপরায়ণ হবেন?

বুদ্ধো সসাবকগণো জগদে'ক নাথো,
তারাবলী পরিবুতো'পি চ পুণ্নচন্দো।
ইন্দো'পি দেবমকুটঙ্কিত পাদকঞ্জো,
কো ফেনপিণ্ড ন সমো তিভবেসু জাতো ॥ ৩৫ ॥

তারকারাজি পরিবৃত নিশীশোভিনী পূর্ণচন্দ্রসদৃশ সশিষ্য পরিবেষ্টিত অসদৃশ জগন্নাথ (বুদ্ধ) এবং পদ্মনিভচরণতুল্য দেবমুকুটাঙ্কিত দেবেন্দ্রও ফেনপিণ্ডের ন্যায় একদিন বিলীন হয়ে যায়। এই ত্রিভবে জাত কে ফেণপিণ্ড তুল্য নয়?

লীলাবতংস সম'পি যোব্বনরূপসোভং,
অত্তূ'পমং পিয়জনেন চ সম্পয়োগং।
দিস্বা চ বিজ্জুচপলং কুরুতে পমাদং,
ভো মোহ মোহিত জনো ভবরাগরত্তো ॥ ৩৬ ॥

ওহে মোহে মুহ্যমান সত্ত্বগণ! কামকেলি অঙ্কিত (লীলাবতংসসম) যৌবন রূপ-সৌন্দর্য্য এবং আপন প্রিয়জনের সহবাসকে বিজুলীর ন্যায় চপল-চঞ্চল জেনেও বিমোহিত মানুষ ভব-ভোগে লিপ্ত হয়ে প্রমাদের বশবর্তী হন।

পুত্তো পিতা ভবতি মাতু পতী'হ পুত্তো,
নারী কদাচি জননী চ পিতা চ পুত্তো।
এবং সদা বিপরিবত্ততি জীবলোকো,
চিত্তে সদাতি চপলে খলু জাতিরঙ্গে ॥ ৩৭ ॥

এখানে পুত্র কখনও পিতা, কখনও মাতার পতি, পত্নী কখনও মাতা আর পিতা কখনও পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে চঞ্চল চিত্ত সদা বিভিন্ন জাতিরঙ্গে (জন্ম) পরিবর্তিত হচ্ছে।

রত্ত্বা পুরে বিবিধ ফুল্ল লতাকুলেহি,
দেবা'পি নন্দন বনে সুরসুন্দরীহি।
তে'বে'কদা বিতত কন্টক সঙ্কটেসু,
ভো কোটি সিম্বলিবনেসু ফুসন্তি দুক্খং ॥ ৩৮ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! নানাবিধ ফুল্ল-কুসুমিত লতাবিতান মণ্ডিত নন্দনবনে সুর-সুন্দরীগণের সাথে কামকেলিতে রমিত থাকেন এমন দেবগণও সময়ে কন্টকাকীর্ণ বিশাল সিম্বলীবন নামক নরকে পতিত হয়ে বহু কোটি কাল অসীম দুঃখ ভোগ করেন।

ভুত্বা সুধন্ন'মপি কঞ্চন-ভাজনেসু,
সগ্গে পুরে সুরবরা পরমি'দ্ধি পত্তা।
তে চা'পি পজ্জলিত লোহগুলং গিলন্তি,
কামং কদাচি নরকা'লয় বাসভূতা ॥ ৩৯ ॥

স্বর্গলোকে যে সব পরম ঋদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ দেবগণ স্বর্ণ পাত্রে সুধাসদৃশ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করেন। তাঁরাও সময়ে নরকে পতিত হয়ে সেখানকার উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড ভক্ষণ করেন।

ভুত্বা নরি'স্সরবরা চ মহিং অসেসং,
দেব'ধিপা চ দিবি দিব্বসুখং সুরম্মং।

বাসং কদাচি খুরসঞ্চিত ভূতলেসু,
তে বা 'মহারথগণা'নুগতা দিবী'হ ॥ ৪০ ॥

যে সকল রাজাধিরাজ মহারথীগণ এ ধরাতলের সর্ববিধ সুখ অনুভব করেন এবং যে দেবাধিপতিগণ দেবলোকে সুরম্য প্রসাদে বাস করে দিব্য সুখ উপভোগ করেন তাঁদেরকেও সময়ে ক্ষুরধারা সঞ্চিত ভূতলে পড়ে দুর্গতি ভোগ করতে হয়।

দেব'ঙ্গনা ললিত ভিন্ন তরঙ্গমালে,
গঙ্গে মহিস্‌সর জটা মকুটা'নুয়াতে।
রত্ত্বা পুরে সুরবরা পমদা সহায়া,
তে চা'পি ঘোরতর বেতরণিং পতন্তি ॥ ৪১ ॥

অভিরূপা দেবাঙ্গনা (অপ্সরী)-বিলাসী যে সুরেন্দ্রগণ মহেশ্বরের জটামুকুটানুসৃত তরঙ্গমালায় অভিরমণ করেন তাঁরাও একদা ভয়ানক বৈতরণী নদীতে পতিত হয়ে মহাদুঃখ ভোগ করেন।

ফুল্লানি পল্লব লতা ফল সঙ্কুলানি,
রম্মানি নন্দন বনানি মনোরমানি।
দিব্বচ্ছরা ললিত পুণ্নদরী মুখানি,
কেলাসমেরু সিখরানি চ য়ন্তি নাসং ॥ ৪২ ॥

লতাগুল্মে পল্লবিত, ফলে-ফুলে সুশোভিত অপরূপ নন্দন-বন, দিব্য-অপ্সরা, মনোরম বিলাস-ভবন, প্রপাত মুখ, সু-উচ্চ কৈলাস পর্বতশিখরও সময়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

দোলা'নলানিল তরঙ্গসমা হি ভোগা,
বিজ্জুপ্পভাতি চ'পলানি চ জীবিতানি।
মায়া মরীচি জল-সোম সমং সরীরং,
কিং জীবিতে চ বিভবে চ করেয়্য রাগং ॥ ৪৩ ॥

পার্থিব ভোগ-ঐশ্বর্য্য লেলিহান অগ্নি, প্রবহমান বায়ু, তরঙ্গবৎ চঞ্চল এবং এ দেহ বিদ্যুল্লতার চমকদানের ন্যায় অতীব চঞ্চল ও নশ্বর। অতএব কে এমত ধন-সম্পত্তি ও জীবনে আসক্ত হবেন?

কিং দুক্খমত্থি ন ভবেসু চ দারুণেসু,
সত্তো'পি তস্স বিবিধস্স ন ভাজনো কো।
জাতো যথা মরণরোগ জরাভিভূতো,
কো সজ্জনো ভবরতিং পিহয়েয়্য বালো ॥ ৪৪ ॥

বিভীষিকাময় নিদারুণ কোন্ দুঃখ এ সংসারে নেই যা প্রাণীগণকে এখানে ভোগ করতে হয় না? জন্ম হওয়া মাত্রই এ জীবন জরা, ব্যাধি, বার্ধক্য ও মৃত্যুতে মর্দিত হয়। অতএব কোন্ বুদ্ধিমান সৎপুরুষ ভবে রতি উৎপন্ন করবেন?

কো বা'পি পজ্জলিত লোহগুলং গহেতুং,
সক্কো কথঞ্চিদ'পি পাণিতলেন ভীমং।
দুকেখা'দয়ং অসুচি নিস্সরণং অনত্তং,
কো কামযেথ খলু দেহমি'মং অবালো ॥ ৪৫ ॥

অত্যুত্তপ্ত লৌহগোলককে ক্ষণকালের জন্যে হলেও মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা যায়, কিন্তু দুঃখোৎপাদক, অশুঁচি নিঃসারক ও আত্ম-রহিত এ দেহকে ক্ষণকালের জন্যও স্থির রাখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব কোন্ বিজ্ঞজন এই অনিত্য দেহকে স্নেহ করবেন?

লোকে ন মচ্চু সমম'ত্থি ভয়ং নরানং,
ন ব্যাধি দুক্খসমম্ত্থি চ কিঞ্চি দুক্খং।
এবং বিরূপকরণং ন জরা সমানং,
মোহেন ভো রতিমু'পেতি তথাপি দেহে ॥ ৪৬ ॥

এ সংসারে মৃত্যুতুল্য ভীতি-উৎপাদক ও ব্যাধিসম দুঃখদায়ক যেমন আর কিছু নেই, বার্ধক্যতুল্য কুরূপ প্রদানকারীও আর তেমন কেহ নেই। তথাপি মোহান্ধ (মানুষ)-গণ দৈহিক সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষায় এ দেহকে ভালবাসেন।

নিস্সারতো নলনলীকদলী সমানং,
অত্তান'মেব পরিহঞ্ঞতি অত্তহেতু।
স'ম্পোসিতো'পি কুসহায় ইবা'কতঞ্ঞূ,
কায়ো ন তস্স অনুগচ্ছতি কালকেরা ॥ ৪৭ ॥

এ দেহ ফাঁপা নল, নলী ও কদলী বৃক্ষ সম অসার। কদলী ফল যেমন কদলী বৃক্ষ উচ্ছে'দের হেতু, তেমন দেহজাত পাপও এ দেহ বিনষ্টের হেতু। আপন স্বার্থে আপনাকেই হনন করে। অন্ন-পানীয় দ্রব্যে যত্ন করা সত্ত্বেও অকৃতজ্ঞ ও অসৎ মিত্রের ন্যায় মৃত্যুর পর ইহা মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে না।

তং ফেণপিণ্ড সদিসং বিস সূল কপ্পং,
তোয়া'নলা'নিলমহী উরগা'ধিবাসং।
জিণ্ণা লয়ং 'ব পরিদুব্বলম'ত্তভাবং,
দিস্বা নরো কথমু'পেতি রতিং সপঞ্ঞো ॥ ৪৮ ॥

জ্ঞানীজন এ দেহকে ফেনপুঞ্জ, বিষাক্ত শূল, জল, অনল, অনিল, পৃথিবী সর্পবিবর জীর্ণ গৃহরূপে জানেন। এমত জীর্ণ জীবন (দেহ) নিরীক্ষণ করে কিরূপে তাতে আসক্তি বৃদ্ধি করবে?

আয়ুক্খয়ং সমুপয়াতি খণে খণেপি,
অম্বেতি মচ্চু হননায় জরা'সি পাণি।
কালং তথা ন পরিবত্ততি তং অতীতং,
দুক্খং ইদং ননু ভবেসু বিচিন্তনীয়ং ॥ ৪৯ ॥

ক্ষণে ক্ষণে আয়ু সুনিশ্চিতভাবে ক্ষীণ হয়ে আসছে। বার্ধক্যরূপ তববারি হাতে মৃত্যুও পেছনে পেছনে তেড়ে আসছে। কালাতীত কালের পুনরাগমন-পরিবর্ত্তনও ঘটে না। ত্রিভবে দুঃখোৎপত্তি বিজ্ঞজন মাত্রেরই চিন্তনীয় বিষয় নয় কি?

অপ্পায়ুকস্স মরণং সুলভং ভবেসু,
দীঘা'য়ুকস্স চ জরা ব্যসনঞ্চ'নেকং।
এবং ভবে উভয়তো'পি চ দুক্খমেব,
ধম্মং সমাচরথ দুক্খবিনাসনায় ॥ ৫০ ॥

এ সংসারে ক্ষীণায়ুসম্পন্ন মানুষের শীঘ্র মরণ এবং দীর্ঘায়ু সম্পন্নের নিকট জরা-বার্ধ্যক্যজনিত অসহ্য পীড়াই সুলভ হয়। এ কারণে সংসারে অল্পায়ু লাভ করাও দুঃখকর এবং দীর্ঘায়ু লাভ করাও দুঃখকর। অতএব দুঃখবিনাশ হেতু ধর্ম আচরণ করুন।

দুক্খগ্গিনা সুমহতা পরিপীলিতেসু,
লোকত্তয়স্স বসতো ভব-চারকেসু।
সব্ব'ত্তনা সুচরিতস্স পমাদকালো,
ভো ভো ন হোতি পরমং কুসলং চিণাথ ॥ ৫১ ॥

ওহে, ওহে সত্ত্বগণ! ভবরূপী বন্ধনাগারের মহান দুঃখাগ্নিতে পাড়িত ত্রিলোকবাসীর প্রমাদবশতঃ কালক্ষেপন করা উচিত নহে এবং কুশল কর্ম সম্পাদনে উদাসীনতাও ভাল লক্ষণ নহে। অতএব পরমপুণ্য সম্পদ সঞ্চয় করুন।

অপ্পং সুখং জললবং বিয় ভো তিণগ্গে,
দুক্খন্তু সাগরজলং বিয় সব্ব লোকে।
সংকপ্পনা তদ'পি হোতি সভাবতো হি,
সব্বং তিলোকম'পি কেবল দুক্খমে'ব ॥ ৫২ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! সমগ্র সংসারে সুখের পরিমাণ সমুদ্রের জলবিন্দুবৎ অতীব তুচ্ছ। আর সে তুলনায় দুঃখের পরিমাণ সমুদ্রের জলরাশিবৎ অগাধ। সুখের পরিমাণ অত্যল্প এ কথাতেও বিতর্ক উৎপন্ন হয়। ইহাও সত্ত্বগণের কল্পনা মাত্র। বস্তুতঃ সমগ্র ত্রিলোকই দুঃখময়।

কায়ো ন যস্স অনুগচ্ছতি কায় হেতো,
বালো অনেক বিধমা'চরতী'হ দুক্খং।
কায়ো সদা কলিমলা কলিলং হি লোকে,
কায়ে রতো অবিরতং ব্যসনং পরেতি ॥ ৫৩ ॥

অশুভ সংজ্ঞা

এ দেহ মৃতের অনুগমন করে না। তবু মুর্খ ব্যক্তি এ দেহের জন্যে নানাবিধ দুঃখ সহ্য করেন। সংসারে এ দেহ সদা সর্বদাই পাপমলে পরিপূর্ণ। এ কারণে শরীরে আসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি নিরন্তর দুঃখ ভোগ করেন।

মীল্হালয়ং কলিমলাকরমা'মগন্ধং,
সুলা'সি সল্ল বিস পন্নগরোগ ভূতং।

দেহং বিপস্সথ জরা মরণাধিবাসং,
তুচ্ছং সদা বিগত সারমি'মং বিনিন্দং ॥ ৫৪ ॥

এ দেহ দুগন্ধময় পাপমলের আকর তুল্য, শূল ও অসিতুল্য কন্টকময়, বিষাক্ত সর্পসদৃশ সদা জরা, বার্ধক্য, রোগগ্রস্ত, অসার ও নিন্দনীয়। এরূপ নানাবিধ ভয়পূর্ণ তুচ্ছ দেহ বিদর্শন করুন (বিশেষ ভাবে জানুন)।

দুক্খং অনিচ্চ'মসুভং বত অত্তভাবং,
মা সঙ্কিলেসয় ন বিজ্জতি জাতু নিচ্চো।
অম্ভো ন বিজ্জতি হি অপ্পম'পী'হ সারং,
সারং সমাচরথ ধম্ম'মমলং পমাদং ॥ ৫৫ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! এ জীবন (পঞ্চস্কন্ধ) যথার্থতঃ অনিত্য দুঃখ ও অশুভময়। একে কাম বির্তকাদিতে সংক্লিষ্ট করবেননা। এখানে সার ও নিত্য বলে কিছুই নেই। অতএব ইহার জন্যে প্রমাদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। সার (কুশল) ধর্মের সমাচরণ করুন।

মায়া মারীচি কদলী নল ফেন পুঞ্জ,
গঙ্গাতরঙ্গ জলবুব্বুল সন্নিভেসু।
খন্ধেসু পঞ্চসু ছলা'য়তনেসু তেসু,
অত্তা ন বিজ্জতি হি কো ন বদেয়্য বালো ॥ ৫৬ ॥

অনাত্ম সংজ্ঞা

মায়া মরীচিকা, কদলীবৃক্ষ, অনল, ফেনপুঞ্জ, গঙ্গাতরঙ্গমালা ও জলবুদ্বুদতুল্য এ পঞ্চস্কন্ধ ও ষড়ায়তনে আত্মা নেই- এ কথা কোন্ বিজ্ঞব্যক্তি বলবেন না।

বঞ্ঝাসুতো সস বিসাণময়ে রথে তু,
ধাবেয়্য চে চিরতরং সধুরং গহেত্বা।
দীপ'চ্চিমালমি'ব তং খণভঙ্গ ভূতং,
অত্তাতি দুব্বলতরন্তু বদেয়্য দেহং ॥ ৫৭ ॥

শশকশৃঙ্গে সৃষ্ট রথে উপবিষ্ট বন্ধ্যাপুত্রের সধুরে দীর্ঘকাল সঞ্চরণতুল্য অলীক ও দীপশিখাসদৃশ ক্ষণস্থায়ী ও দুর্ব্বল দেহকে (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) আত্মা বলে থাকেন।

বালো যথা সলিল বুব্বুল ভাজনেন,
আকণ্ঠতো বত পিবেয়্য মরীচি তোয়ং।
অত্তা'তি সার রহিতং কদলী সমানং,
মোহা ভণেয়্য খলু দেহমি'মং অনত্তং ॥ ৫৮ ॥

জল-বুদ্বুদময় পাত্র হতে মৃগ-মরীচিকাবৎ জল আকণ্ঠ পান করার ন্যায় কদলীবৃক্ষ সদৃশ অসার ও অনাত্মময় এ দেহকে অজ্ঞ-ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ 'আত্মা' বলেন।

যো'দুম্বরস্স কুসুমেন মরীচিতোয়ং,
বাসং যদি'চ্ছতি সখেদ'মুপেতি বালো।
অত্তান'মেব পরিহঞ্ঞতি অত্তহেতো,
অত্তা ন বিজ্জতি কদাচিদপী'হ দেহে ॥ ৫৯ ॥

ডুমুর ফুল ও সুবাসিত মরীচিকা জলের প্রত্যাশায় মূর্খ ব্যক্তিগণ কেবল দুঃখের অংশীদার হন। আত্মার সন্ধানে অজ্ঞজনও এভাবে কেবল দুঃখই ভোগ করেন, কারণ এ দেহে 'আত্মা' কখনও বাস করে না।

পোসো যথা হি কদলীসু বিনিব্ভুজন্তো,
সারং তদ'প্পম'পি নো'পলভেয়্য কামং।
খন্ধেসু পঞ্চসু ছলা'য়তনেসু তেসু,
সুঞ্ঞেসু কিঞ্চিদপি নো'পলভেয়্য সারং ॥ ৬০ ॥

একের পর এক বাকল ছাড়িয়ে মানুষ যেমন কদলীবৃক্ষে সার কিছুই পান না; ঠিক তেমন এই পঞ্চস্কন্ধ ও ষড়ায়তনেও অসার (শুন্য) ব্যতীত সার বিন্দুমাত্রও পাওয়া যায় না।

সুত্তং বিনা ন পট ভাবমিহ'থি কিঞ্চি,
দেহং বিনা ন খলু কোচিমি'হত্থি সত্তো।
দেহং সভাব রহিতং খণভঙ্গ-যুত্তং,
কো অত্তহেতু অপরো ভুবি বিজ্জতী'হ ॥ ৬১ ॥

তন্তুহীন সামান্য বস্ত্র প্রস্তুত করা যেমন অসম্ভব, দেহ (পঞ্চস্কন্ধ)-হীন সত্ত্বের অস্থিত্বও তেমন অসম্ভব। তবে এ আত্ম-ভাব বিরহিত ক্ষণভঙ্গুর দেহ বিনা 'আত্মা' নামের যোগ্য এ সংসারে আর কি আছে?

দিস্বা মরীচি সলিলং হি সুদুরতো ভো,
বালো মিগো সমু'পধাবতি তোয় সঞ্ঞী।
এবং সভাব রহিতে বিপরীত সিদ্ধে,
দেহে পরেতি পরিকপ্পনয়া হি রাগং ॥ ৬২ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! মূর্খ মৃগ দুর হতে মরীচিকা দেখে জল মনে করে যেমন সেদিকে ধেয়ে যায়, স্বভাবরহিত ও বিপরীত ধর্মী এ দেহেও মোহান্ধ ব্যক্তিগণ রূপরাগরঞ্জিত হয়ে নানা কল্পনা-পরিকল্পনা করেন।

দেহে সভাব রহিতে পরিকপ্পসিদ্ধে,
অত্তা ন বিজ্জতি হি বিজ্জু'মিব'ন্তলিক্খে।
ভাবেথ ভাবনরতা বিগতপ্পমাদা,
সব্বাসবপ্পহণায় অনত্তসঞ্ঞং ॥ ৬৩ ॥

অন্তরীক্ষে বিজুলীর অবিদ্যমানতার ন্যায় স্বভাব রহিত এ দেহে পরিকল্পিত আত্মার বাস নেই। এ কথা জেনে সর্ববিধ আশ্রব প্রহাণার্থে অপ্রমত্ত হয়ে 'অনাত্ম সংজ্ঞা' ভাবনায় (সাধনা) রত হউন।

লালা করীস রুধির'স্সু বসা'নুলিত্তং,
দেহং ইমং কলিমলা কলিলং অসারং।
সত্তা সদা পরিহরন্তি জিগুচ্ছনীয়ং,
নানা'সুচীহি পরিপুন্ন ঘটং যথে'ব ॥ ৬৪ ॥

মলপূর্ণ কুম্ভকে যত্ন করার ন্যায় সত্ত্বগণ প্রকৃতপক্ষে সারহীন, অতীব ঘৃণ্য, অশুঁচি, লালা, বিষ্ঠা, রক্ত, অশ্রু ও চর্বীতে পরিপূর্ণ দেহকে যত্ন করেন।

ণ্হাত্বা জলং হি সকলং চতুসাগরস্স,
মেরুপ্পমাণম'পি গন্ধম'নুত্তরঞ্চ।
পপ্পোতি নে'ব মনুজো হি সুচিং কদাচি,
কিম্ভো বিপস্সথ গুণং কিমু অত্তভাবে ॥ ৬৫ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! চারি সমুদ্র প্রমাণ জলে স্নান করে সুমেরু পর্বত প্রমাণ সুবাসিত গন্ধদ্রব্য লেপন করেও মানুষ এই অশুচিময় দেহকে শুচিময় করে তুলতে পারেন না। এমন অশুচিময় দেহে আসক্ত হবার আর কোন্ গুণ এতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন?

দেহ'ন্তদে'ব বিবিধা সুচি সন্নিধানং,
দেহ'ন্তদে'ব বধবন্ধন রোগভূতং।
দেহ'ন্তদে'ব নবধা পরিভিন্ন গণ্ডং,
দেহং বিনা ভয়ঙ্করং ন সুসানম'থি ॥ ৬৬ ॥

এ দেহ বিবিধ কুৎসিত পদার্থের ভাণ্ডার। রোগ-বন্ধনাদি বাধকের নীড়সম (বধ্য) এ দেহে নয়টি ব্রণ তুল্য ছিদ্র আছে। এ দেহ ভিন্ন ভয়ঙ্কর শ্মশান আর নেই।

অন্তোগতং যদি চ মুত্ত করীস ভাগং,
দেহা বহিং অতিচরেয়্য বিনিক্খমিত্বা।
মাতাপিতা বিকরুণা চ বিনট্ঠপেমা,
কামং ভবেয়্য কিমু বন্ধু সুতা চ দ্বারা ॥ ৬৭ ॥

দেহাভ্যন্তরস্থ মল-মূত্রাদি অশুচি পদার্থ যদি কোন কারণে অবিরাম নিষ্ক্রমিত হতে থাকে, তবে মাতাপিতাও সেই অশুচি নিষ্ক্রামক সন্তানের প্রতি নিষ্করুণ হয়ে পড়েন। আর স্নেহ প্রদর্শন করেন না। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু-বান্ধবের কথাই বা কি?

দেহং যথা নবমুখং কিমিসঙ্ঘ গেহং,
মংসট্ঠি সেদ রুধিরা কলিলং বিগন্ধং।
পোসেন্তি য়ে বিবিধ পাপমি'হা 'চরিত্বা,
তে মোহিতা মরণ ধম্মম'হো বতে'বং ॥ ৬৮ ॥

আশ্চর্য্যের বিষয়! নানাবিধ পাপাচরণের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত, নবদ্বারসম্পন্ন কৃমিকুলালয় অশুচি পুঁতিগন্ধময় অস্থি, মাংস, স্বেদ, রক্তে পরিপূর্ণ এ দেহে মানুষ এতই মোহিত যে, একেই পরিপোষণ করেন।

গণ্ডূ'পমে বিবিধ রোগ নিবাসভূতে,
কায় সদা রুধির মুত্ত করীস পুণ্ণে।

য়ো এত্থ নন্দতি নরো সসিগাল ভক্‌খে,
কামং হি সোচতি পরত্থ সবালবুদ্ধি ॥ ৬৯ ॥

ব্রণ সদৃশ দুঃখদায়ক বিবিধ রোগনীড়, রক্ত, মল-মূত্রে পূর্ণ, শৃগাল ভক্ষ্য এ দেহের রমিত হন এমন মূর্খ ব্যক্তিগণ পরলোকে অবশ্যই অনুশোচনা করেন।

ভো ফেণপিণ্ড সদিসো বিয় সারহীনো,
মীল্‌হা'লয়ো বিয় সদা পটিকুল গন্ধো।
আসীবিসা'লয়নিভো সভয়ো সদুক্‌খো,
দেহো সদা সবতি লোণ ঘটো'ব ভিন্নো ॥ ৭০ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! এ দেহ সারহীন ফেণপিণ্ডসদৃশ। বিষ্ঠাগারতুল্য সর্বদা প্রতিকুল গন্ধবায়ী, সর্পালয়তুল্য ভয়ংকর ও দুঃখজনক। ভগ্ন লবণ-ভাণ্ড হতে লোনাজল চুয়ে পড়ার মতো এ দেহ হতে সদা অশুচি পদার্থ স্রবিত হচ্ছে।

জাতং যথা ন কমলং ভুবি নিন্দনীয়ং,
পঙ্কেসু ভো অশুচি তোয় সমকুলেসু।
জাতং তথা পরহিতম্পি চ দেহভূতা,
ত'ন্নিন্দনীয়মি'হ জাতু ন হোতি লোকে ॥ ৭১ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! কর্দ্দমাক্ত পঙ্কে জাত পঙ্কজ যেমন ঘৃণ্যবা নিন্দনীয় নয়, পঙ্করূপ অশুচি দেহের মাধ্যমে কৃত পঙ্কজরূপ কুশল কর্মও তেমন নিন্দনীয় নয়। বরঞ্চ সেই কুশল কর্ম আত্ম-পর উভয় অর্থ সাধন করে।

দ্বত্তিংস ভাগ পরিপুরতরো বিসেসো,
কায়ো যথা হি নরনারি গণস্‌স লোকে।
কায়েসু কিং ফলমি'হত্থি চ পণ্ডিতানং,
কামং তদে'ব ননু হোতি পরো'পকারং ॥ ৭২ ॥

সংসারে নর নারী উভয়ের দেহ বত্রিশ প্রকার সমান অশুচিপদার্থে সুগঠিত। মণি-মুক্তাদির অতুল্য এ দেহ পণ্ডিতজনের অপ্রয়োজনীয়, তথাপি এ দেহকে পরোপকারে প্রবৃত্ত করা যেতে পারে।

পোসেন পণ্ডিততরেন তথাপি দেহং,

সব্ব'ত্তনা চিরতরম্পরিপালনীয়ং।
ধম্মং চরেয়্য সুচিরং খলু জীবমানো,
ধম্মো হবে মণিবরো ইব কামদো ভো ॥ ৭৩ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! তথাপি আরও অধিক দীর্ঘায়ুসম্পন্ন হয়ে অধিক পরিমাণে দশবিধ কুশল কর্ম সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানীজন এ অশুচিময় দেহকে পরিপোষণ করেন। ওহে সত্ত্বগণ! কুশল ধর্ম বিবিধ সুখদায়ক মণি তুল্য।

খীরে যথা সুপরিভাবিত ওসধম্হি,
স্নেহেন ওসধবলং পরিভাসতে'ব।
ধম্মং তথা ইহ সমাচরিতং হি লোকে,
ছায়া'ব য়াতি পরলোক'মি'তো বজন্তং ॥ ৭৪ ॥

পরিপক্ক ক্ষীরের ঘনীভূত ছানায় পরিমিত ঔষধপ্রয়োগে যেমন ঔষধশক্তি প্রতিফলিত হয়, ইহলোকের সদাচরিত ধর্মও ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হয়ে পরলোকগামীকে সুখ প্রদান করে।

কায়স্স ভো বিবরিতস্স য়থা'নুকূলং,
ছায়া বিভাতি রুচিরা'মলদপ্পণে তু।
কত্বা তথেব পরমং কুসলং পরত্থ,
সম্ভূসিতা ইব ভবন্তি ফলেন তেন ॥ ৭৫ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! সুন্দর ও স্বচ্ছ দর্পণে যেমন বিবৃত কায়ের অনুরূপ বিম্ব দেখা যায়, ঠিক তেমনভাবে ইহলোকে সম্পাদিত দানাদি কুশল কর্মের ফলও পরলোকে সমলঙ্কৃত হয়ে সুখ প্রদান করে।

দেহে তথা বিবিধ দুক্খ নিবাসভূতে,
মোহা পমাদ বসগা সুখসঞ্ঞ মূল্হা।
তিক্খে য়থা খুরমুখে মধূ লেহমানো,
বাল্হঞ্চ দুক্খমধিগচ্ছতি হীন পঞ্ঞো ॥ ৭৬ ॥

তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার হতে মধুলেহন করে মূর্খব্যক্তি যেভাবে অসংখ্য দুঃখ সঞ্চয় করে, মূঢ় প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তিও ঠিক সেভাবে সুখের প্রত্যাশায় দুঃখের ভাণ্ডাররূপী এ দেহ হতে প্রমাদবশে অনন্ত দুঃখ সঞ্চয় করে।

সঙ্কপ্প রাগবিহতে নিরত'ত্তভাবে,
দুক্খং সদা সমধিগচ্ছতি অপ্পপঞ্ঞো।
মূল্হস্স সুখসঞ্ঞ'মিহত্থি লোকে,
কিং পক্কমে'ব ননু হোতি বিচারমানে ॥ ৭৭ ॥

এ দেহে কাম-রাগাদি বিবিধ ছন্দ উৎপন্ন করে মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সদা দুঃখভার বহন করেন। এ সংসারে কেবল মূঢ়ব্যক্তিই দৈহিক সুখে আসক্তপরায়ণ হন। প্রকৃতপক্ষে বিচার করে দেখলে ইহার ফল দুঃখজনক বলে মনে হয় না কি?

সব্বো'পভোগ ধনধঞ্ঞ বিসেস লাভী,
রূপেন ভো সমকরদ্ধজ সন্নিভো পি।
যো যোব্বনেপি মরণং লভতে অকামং,
কামং পরত্থ পর পাণহরো নরো হি ॥ ৭৮ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! অপরের প্রাণহননকারী ব্যক্তি পরলোকে ধন-ধান্যে ধনকুবের ও রূপ-সৌন্দর্য্যে কন্দর্পতুল্য হয়েও অনিচ্ছাসত্ত্বে তা ভোগনা করেই অকালমৃত্যু প্রাপ্ত হন।

য়ো য়াচকো ভবতি ভিন্ন কপাল হত্থো,
মুণ্ডোধিগক্খরসতেহি চ তজ্জয়ন্তো।
ভিক্খং সদা'রি ভবনে সকুচেল বাসো,
দেহে পরত্থ পরবিত্ত হরো নরো সো ॥ ৭৯ ॥

চুরির পরিণাম

পর-সম্পত্তি অপহরণকারী ব্যক্তি পরজন্মে জীর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিতগাত্রে ও ভগ্নপাত্রে- হতভাগা ভিখারী হন এবং শত শতবার ধীকৃত ও লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ শত্রু গৃহে ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হন।

ইত্থি ন মুঞ্চতি সদা পুন ইত্থিভাবং,
নারী সদা ভবতি সো পুরিসো পরত্থ।
য়ো আচরেয়্য পরদারম'লঙ্ঘনীয়ং,
ঘোরঞ্চ বিন্দতি সদা ব্যসনং চ 'নেকং ॥ ৮০ ॥

ব্যভিচারের পরিণাম

অলঙ্ঘনীয়া পরস্ত্রীগমনকারী পুরুষ পরজন্মে স্ত্রীরূপে এবং পরপুরুষগামিনী স্ত্রী পুনঃ স্ত্রীরূপে সদা জন্মগ্রহণ করে। তারা উভয়ে ভোগঐশ্বর্য্য বিনাশজনিত অসংখ্য ও ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হন।

দীন বিগন্ধ বদনো চ জল্হো অপঞ্ঞো,
মূগো সদা ভবতি অপ্পিয় দস্সনো চ।
পপ্পোতি দুক্খমতুলঞ্চ মনুস্সভূতো,
বাচং মুসা ভণতি য়ো হি অপঞ্ঞসত্তো ॥ ৮১ ॥

মিথ্যাভাষণের পরিণাম

মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই মিথ্যাভাষী হয়ে থাকেন। মিথ্যাভাষীগণ মৃত্যুর পর মনুষ্য জন্ম লাভ করলেও জড়, মুর্খ, মূক, বধির ও পুঁতিগন্ধময় মুখমণ্ডল ও কুরূপ সম্পন্ন হয়ে যারপরনাই দুঃখ ভোগ করেন।

উম্মত্তকা বিগত লজ্জগুণা ভবন্তি,
দীনা সদা ব্যসন সোকপরায়ণা।
জাতা ভবে বিবিধেসু বিরূপ দেহা,
পিত্বা হলাহল বিসং'চ সুরং বিপঞ্ঞা ॥ ৮২ ॥

সুরাপানের পরিণাম

বিষ সদৃশ সুরা পান করে- অজ্ঞব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর মনুষ্যজন্ম লাভ করলেও উম্মত্ত, নির্লজ্জ, দীন, বিবিধ বিপদগ্রস্ত, ব্যসন শোকপরায়ণ ও কুৎসিত দেহধারী হন।

পাপানি য়েন ইহ আচরিতানি য়ানি,
সো বস্সকোটি নহুতানি অনপ্পকানি।

লদ্ধান ঘোর'মতুলং নরকেসু দুক্খং,
পপ্পোতি চে'থ বিবিধ ব্যসনঞ্চ'নেকং ॥ ৮৩ ॥

ইহলোকে কৃত পাপ কর্মের বিপাকস্বরূপ পাপী ব্যক্তিগণ (সঞ্জীবাদি) নরকে অনল্প নহুত কোটি বর্ষকাল অনুপম ভয়ানক দুঃখ ভোগ করেন। এত দুর্ভোগের পর মনুষ্যজন্ম লাভ করে এখানেও পুনঃ বিবিধ প্রকারের দুঃখের ভাজন হন।

লোকত্তয়েসু সকলেসু সমং ন কিঞ্চি,
লোকস্স সন্তিকরণং রতনত্তয়েন।
তন্তেজসা সুমহতা জিতসব্ব পাপো,
সো'হং সদা'ধিগত সব্ব সুখো ভবেয়্যং ॥ ৮৪ ॥

প্রণিধান

সমগ্র ত্রিলোকে ত্রিরত্ন তুল্য শান্তি প্রদায়ক আর কিছু নেই। ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণের স্মমহান গুণপ্রভাবে আমিও যেন সর্বপাপ বিজয়ী হয়ে সর্ব সুখের অধিকারী হতে পারি, এ প্রণিধান প্রত্যেকেরই গ্রহণ করা উচিত।

লোকত্তয়েসু সকলেসু চ সব্বসত্তা,
মিত্তা চ মজ্ঝরিপু বন্ধুজনা চ সব্বে।
তে সব্বদা বিগত রোগ ভয়া বিসোকা,
সব্বং সুখং অধিগতা মুদিতা ভবন্তু ॥ ৮৫ ॥

সমগ্র ত্রিলোকে মিত্র-অমিত্র, মধ্যস্থ অন্যান্য সকলপ্রাণী রোগমুক্ত, ভয়মুক্ত ও শোকমুক্ত হয়ে লৌকিক ও অলৌকিক সর্বসুখে সমৃদ্ধশালী এবং পরসুখে সুখী হউক।

কায়ো করীস ভরিতো বিয় ভিন্ন কুম্ভো,
কায়ো সদা কলিমলো ব্যসনাধিবাসো।
কায়ো বিহঞ্ঞাত চ সব্বসুখন্তিলোকে,
কায়ো সদা মরণ রোগ জরাধিবাসো ॥ ৮৬ ॥

মরণানুস্মৃতি

মলপূর্ণ ভগ্নকুম্ভ সদৃশ এ দেহ সদাই পাপ, মল, ব্যাধি-বার্ধক্যময় দুঃখের আগার। জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর বাসস্থান এ দেহ সর্ববিধ সুখ কামনা করে সংসারে দুঃখ পায়।

স্যে যোব্ব'নো'তি থবিরোতি চ বালকো'তি,
সত্তে ন পেক্খতি বিঞ্ঞতিরেব মচ্চু।
সো'হং ঠিতো'পি সয়িতো'পি চ পক্কমন্তো,
গচ্ছামি মচ্চূ বদনং নিয়তং তথা হি ॥ ৮৭ ॥

'এটি যুবক, এটি স্থবির (বৃদ্ধ) আর এটি বালক' এ ধরণের ভেদাভেদ না করে মৃত্যু কেবল সংহার করে চলে। দাঁড়ানে, শয়নে, গমনে, যে অবস্থাতেই থাকি না কেন সদা-সর্বদা মৃত্যুমুখে, উপনীত হচ্ছি।

এবং য়থা বিহিত দোস'মিদং সরীরং,
নিচ্চং চ তগ্গতমনা হৃদয়ে করোথ।
মেত্তং পরিত্ত'মসুভং মরণস্সতিঞ্চ,
ভাবেথ ভাবনরতা সততং যতত্তা ॥ ৮৮ ॥

এরূপে যথাবিহিত দোষে পরিপূর্ণ এ দেহের পরিণাম সম্বন্ধীয় চিন্তায় তদ্গত হয়ে হৃদয়ে ধারণ করুন এবং সযত্নে মৈত্রী, অশুভ, ও মরণানুস্মৃতি ভাবনায় সদা রত থাকুন।

দানাদি পুঞ্ঞ কিরিয়ানি সুখু'দ্রয়ানি,
কত্বা চ তম্ফলমসেসমিহপ্পমেয়্যং।
দেয়্যং সদা পরহিতায় সুখায় চে'ব,
কিম্ভো তদে'ব ননু হত্থগতং হি সারং ॥ ৮৯ ॥

পুণ্যধর্মের পরিণাম

এ সংসারে দানাদি পুণ্যকর্মের সম্পাদনে যে সুখ লাভ হয় তা অনন্ত ও অপরিমেয়। অতএব পরহিতে পরসুখে সদা দানানুশীলন করা কর্তব্য। ওহে সত্ত্বগণ! এমন সুখোৎপাদক দানাদি পুণ্যকর্ম হস্তগত ধন নহে কি?

হেতুং বিনা ন ভবতী' হি চ কিঞ্চি লোকে,
সদ্দো'ব পাণিতল ঘট্টন হেতু জাতো।
এবং চ হেতুফল ভারবিভাগ ভিন্নো,
লোকো উদেতি চ বিনস্সতি তিট্ঠতী চ ॥ ৯০ ॥

প্রতীত্যসমুৎপাদ

হেতু ব্যতিরেকে সংসারে কিছুই সংঘটিত হয় না। দু হাতের তালুর সংঘর্ষে উৎপন্ন শব্দের ন্যায়, অবিদ্যাদি হেতুও সংস্কারাদি ফলপ্রভেদে জন্ম-মৃত্যু-স্থিতির সংঘটন হয়।

কম্মস্স কারণময়ং হি য়থা অবিজ্জা,
ভো কম্মনা সম'ধিগচ্ছতি জাতি ভেদং।
জাতিং পটিচ্চ চ জরা মরণাদি দুক্খং,
সত্তা সদা পটিলভন্তি অনাদি কালে ॥ ৯১ ॥

কর্মের কারণে যেরূপে অবিদ্যার উৎপত্তি হয়, কর্মেরই কারণে সেরূপে নানা যোনি এ নানা ভূমি ভেদে সত্ত্বগণের জন্ম হয়। জন্মের কারণে অনাদিকাল হতে প্রাণীগণ জরা-মরণাদি দুঃখ ভোগ করে।

কম্মং য়থা ন ভবতী'হ চ মোহ নাসা,
কম্মক্খয়া পি চ ন হোতি ভবেসু জাতি।
জাতিক্খয়া ইহ জরা মরণাদি দুক্খং,
সব্বক্খয়ং ভবতি দীপ ইবা'নিলেন ॥ ৯২ ॥

মোহক্ষয়ে যেভাবে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়েও সেভাবে জন্মক্ষয় হয় অর্থাৎ পূনর্জন্ম হয় না। জন্মক্ষয়ে জরা, বার্ধক্য, মরণাদি দুঃখও বাতাহত দীপের ন্যায় নিভে যায়।

যো পস্সতী'হ সততং মুনি ধম্মকায়ং,
বুদ্ধং স পস্সতি নরো ইতি সো অবোচ।
বুদ্ধং চ ধম্মম'মলং চ তিলোক নাথং,
সম্পস্সিতুং বিচিনথা'পি চ ধম্মতা ভো ॥ ৯৩ ॥

ওহে সত্ত্বগণ! স্বয়ং বুদ্ধ একথা বলে গেছেন, যিনি ধর্মকায়রূপ মুনিকে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থতঃ সততঃ বুদ্ধদর্শন লাভ করেন। অতএব ত্রিলোকনাথ বুদ্ধ ও তাঁর নির্মল ধর্ম দর্শন হেতু উৎসাহ বর্ধন করুন। সংসারে ইহা ও সাধুতার লক্ষণ।

সল্লং'ব ভো সুনিসিতং হৃদয়ে নিমুগ্নং,
দোসত্তয়ং বিবিধ পাপমলেন লিত্তং।
নানাবিধ ব্যসন ভাজনম'প্পসন্নং,
পঞ্ঞাময়েন বলিসেন নিরা করোথ ॥ ৯৪ ॥

হৃদয়ে প্রবিষ্ট অতি তীক্ষ্ণ শল্যতুল্য দুঃখদায়ক লোভ, দ্বেষ, মোহাদি দোষত্রয় ও বিবিধ পাপমলকে প্রজ্ঞাংকুশের সাহায্যে তুলে ফেলুন।

ন কম্পয়ন্তি সকলো'পি চ লোকধম্মা,
চিত্তং সদা'পগত পাপ কিলেস সল্লং।
রূপাদয়ো চ বিবিধা বিসয়া সমগ্গা,
ফুট্ঠং'ব মেরুসিখরং মহতা'নিলেন ॥ ৯৫ ॥

(লাভ-অলাভ, যশাযশ, সুখ-দুঃখাদি) লোকধর্ম ও কন্টকরূপী পাপক্লেশ হতে যিনি চিরমুক্ত, তাঁহার চিত্ত সংসারের কাম-রূপাদি সর্ববিধ ভোগৈশ্বর্য্য একত্রিত হলেও মহাবাতাক্রান্ত মেরুশিখরবৎ অকম্পিত থাকেন।

সংসার দুক্খ'মগণেয়্য যথা মুনীন্দো,
গম্ভীর পারমিত সাগর'মুত্তরিত্বা।
ঞেয়্যং অবোধি নিপুণং হত মোহ জালো,
তস্মা সদা পরহিতং পরমং চিণাথ ॥ ৯৬ ॥

মোহজাল বিধ্বংসক মুনীন্দ্র যেভাবে সংসারের দুঃখকে গণনা না করে, দুষ্কর পারমিতারূপী অপার সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে নির্বাণমুলক ধর্ম জ্ঞাত হয়েছেন এবং অপরকেও জ্ঞাত করায়েছেন, ঠিক সেভাবে (ধৈর্য্য সহকারে) আপনারাও পরহিতার্থে সদা সংকার্য্য সম্পাদন করুন।

ওহায় সোধি'গত মোক্খ সুখং পরেসং,
অত্থায় সঞ্চরি ভবেসু মহব্ভয়েসু।

এবং সদা পরহিতং পুরতো করিত্বা,
ধম্মং ময়া'নুচরিতং জগতত্থমেব ॥ ৯৭ ॥

নির্বাণ সুখ লাভে সমর্থ হয়েও বোধিসত্ত্ব যেভাবে অপর প্রাণীগণের হিতার্থে স্বীয় নির্বাণ সুখ বর্জন করেন এবং মহা বিভীষিকাময় অপার সংসার সাগরে অনন্তবার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক সেভাবে জগদার্থে পরহিতব্রতকে জীবনের লক্ষ্য মেনে আমার দ্বারাও ধর্মাচরিত হয়েছে।

লদ্ধান দুল্লভতরঞ্চ মনুস্স য়োনিং,
সব্বং পপঞ্চ রহিতং খণসম্পদঞ্চ।
ঞত্বান আসবনুদে'ক হিতঞ্চ ধম্মং,
কো পঞ্ঞবা অনবরং ন ভজেয়্য ধম্মং ॥ ৯৮ ॥

সর্বপ্রপঞ্চরহিত অষ্ট অক্ষণ বিমুক্ত ক্ষণ সম্পদী পরম মনুষ্য যোনি লাভ করে এবং কামাদি আশ্রবক্ষয়কারী হিতকারক শ্রেষ্ঠ ধর্মকে জেনেও কোন্ প্রজ্ঞাবান এর ভজনা (পালন) করবেন না।

লদ্ধান বুদ্ধসময়ং অতিদুল্লভঞ্চ,
সদ্ধম্মমগ্গমসমং সিবদং তথেব।
কল্যাণমিত্তপবরে ম তিসম্পদঞ্চ,
কো বুদ্ধিমা অবিরতং ন ভজেয়্য ধম্মং ॥ ৯৯ ॥

অতীব দুর্লভ বুদ্ধ উৎপত্তিকাল পেয়ে নির্বাণ প্রদায়ক অনুপম অগ্র সদ্ধর্ম, মহান কল্যাণমিত্র এবং জ্ঞান সম্পত্তি লাভ করেও কোন্ বুদ্ধিমান পুরুষ নিরন্তর ধর্ম পালন করবেন না?

এবম্পি দুল্লভতরে বিভবে সুলদ্ধা,
মচ্ছেরদোসবিরতা উভয়ত্থ কামা।
সদ্ধাদিধম্মসহিতা সততপ্পমত্তা,
ভে ভো করোথ অমতাধিগমায় পুঞ্ঞং ॥ ১০০ ॥

ওহে! ওহে সত্ত্বগণ! এমন অতি দুর্লভ সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার জন্যে মাৎসর্য্য দোষ হতে মুক্ত হউন। অমৃতবৎ নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে অপ্রমত্তবিহারী হয়ে শ্রদ্ধাদি কুশল চেতনার মাধ্যমে পুণ্য সঞ্চয়ে ব্রতী হউন।

স্থবির কল্যাণতিষ্য।

লঙ্কাদ্বীপে কল্যাণতিষ্য নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। উত্তিয় নামে তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। উত্তিয় রাজ-মহিষীর সহিত অনাচারে প্রবৃত্ত হইলে, রাজা সেই কারণ অবগত হইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। উত্তিয় এই বিষয় জানিতে পারিয়া অতিশয় ভীত চিত্তে স্বীয় জীবন রক্ষার্থ প্রত্যন্ত রাজ্যে পলায়ন করে। তথাপি তাহার কামবাসনার নিবৃত্তি হইলনা। সে প্রত্যন্ত রাজ্য হইতে একখানি পত্রলিখিয়া একজন বালককে ভিক্ষুবেশ প্রদান করতঃ বলিল- দেখ তুমি এই পত্র খানি রাণীর হস্তে দিয়া আস।' তখন সে পত্রখানি লইয়া রাজগুরু কল্যাণতিষ্য স্থবিরের বিহারে উপস্থিত হইল। একদা রাজগুরু রাজবাড়ীতে পিণ্ড ভোজন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় ঐ বালক ভিক্ষু সুযোগ পাইয়া রাজগুরুর সহিত রাজবাড়ীতে গেল। রাজা এবং রাজ-মহিষী ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিয়া যাওয়ার সময় বালক ভিক্ষু সুযোগ বুঝিয়া রাণীর দর্শনীয় স্থানে পত্রখানি মাটিতে ফেলিয়া দিল। রাজা পত্র-পতন শব্দে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন এবং পত্রখানি স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন।

পত্রখানি পড়িয়া তিনি সন্দেহ করিলেন যে- "বোধ হয় এই অক্ষর গুলি রাজগুরু স্থবিরেরই হইবে।" ইহাতে স্থবিরের প্রতি তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি এই অনাচার মূলক পত্রের ভালমন্দ কিছুই বিচার না করিয়া সত্বর আদেশ দিলেন যে- 'কল্যাণ-তিষ্য স্থবিরকে তপ্ত তৈল-কটাহে ফেলিয়া দাও।' রাজপুরুষগণ রাজাদেশ পালন করিতে বাধ্য হইল। তাই অনিচ্ছাসত্বেও শীলবান স্থবিরকে তপ্ত তৈলে ফেলিবার জন্য আনয়ন করিল।

স্থবির বহুকাল হইতে সমাধি ভাবনায় নিরত ছিলেন। রাজাদেশে তাঁহাকে তপ্ত তৈলে ফেলিয়া দিতে আনীত হইয়াছে জানিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি সমাধিস্থ হইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে অরহত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। স্থবির যে অরহত হইয়াছেন, এই কথা কাহারও জানা নাই। কাজেই রাজপুরুষগণ পদ্মাসনে উপবিষ্ট স্থবিরকে ধরিয়া তপ্ত তৈলে ফেলিয়া দিল।

অতি ভীষণ ভাবে তৈল সিদ্ধ হইতেছে। বৃহদা কৃতি বুদ্বুদগুলি একবার নীচে, একবার উপরে উঠিয়া পাত্রকে তোলপাড় করিতেছে। এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র দর্শক চারিদিকে দণ্ডায়মান। স্থবির রাজহংসের ন্যায় নিরুদ্বেগে তৈলে ভাসিতে লাগিলেন। বুদ্বুদবেগে তিনি একবার ঊর্দ্ধে, একবার নীচে আবার পরিমণ্ডলাকারে তৈলে ভাসমান। অরহতের শীলতেজের কাছে এই অগ্নিতেজ তুচ্ছ। যেন তিনি শীতল জলেই বসিয়া রহিয়াছেন।

তখন তাঁহার জ্ঞানসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। লঙ্কেশ্বর অনাচার দর্শনে অনিচ্ছুক। পবিত্র বুদ্ধ-শাসনে অনাচারীর স্থান নাই। তাই শাসন রক্ষণ মানসে তাঁহার বলবতী শ্রদ্ধা জাগ্রত, হৃদয় মৈত্রীগুণে পরিপূর্ণ। রাজার এই সৎগুণের প্রতি স্থবিরের দৃষ্টি পড়িল। উত্তপ্ত তৈলে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইলঃ-

-"লঙ্কিস্‌সরো জয়তু"-

অর্থাৎ লঙ্কেশ্বরের জয় হউক। তৎপর তিনি যথাক্রমে ত্রিরত্ন বন্দনা, পঞ্চশীলের অর্থ বর্ণনা, অশুভ-মরণ-মৈত্রী ভাবনাদি, সংযুক্ত এক শতটি গাথা ভাষণ করেন।

স্থবির পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-ফল স্মরণ করিয়া দেখিলেন যে- তিনি অতীত জন্মে এক দুগ্ধ বিক্রেতা ছিলেন; এক বৃহৎ কড়াইতে (কটাহে) দুগ্ধের জ্বাল দিতেছেন, এমন সময় একটি মক্ষিকা আসিয়া কড়াইর প্রান্তে বসিল। তিনি মক্ষিকাটিকে মারিবার ইচ্ছায় কড়াইর ঢাকনা দিয়া চাপিয়া ধরিলেন। কাজেই মক্ষিকা গরম দুগ্ধে পড়িয়া মরিয়া গেল। সেই কর্ম্ম-ফলই তাঁহার অন্তিম জন্মে সুযোগ পাইয়া তৈল-কটাহে ফেলিয়া দিয়াছে। লঙ্কাদ্বীপে এই গাথা গুলি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত পঠিত ও মুখস্থ করা হয়। কোন কারণে দুইটি গাথা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ৯৮টি গাথা তথায় মুদ্রিত হইয়াছে।

অনুবাদকের নিবেদন

আমি ১৯১৩ ইংরেজীতে ধর্ম্ম-বিনয় শিক্ষার্থ যখন লঙ্কাদ্বীপে গমন করি, তখন এই 'তেল-কটাহ গাথা'র পুস্তকখানি প্রাপ্ত হই। ১৯১৯

ইংরেজীতে আকিয়াব বঙ্গীয় বৌদ্ধ-বিহারে অবস্থান কালে এই গাথাগুলি মুদ্রিত হয়। কিন্তু প্রথম সংস্করণে মূলের সহিত শব্দার্থ ও অনুবাদ দেওয়া হইয়াছিল পুস্তক প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই পুস্তকগুলি নিঃশেষ হইয়া গেলেও বিগত তের বৎসর যাবৎ পুনঃ মুদ্রণের আর সুযোগ হয় নাই। বঙ্গীয় ভিক্ষু শ্রামণদের নিকট গাথাগুলি খুব সমাদৃত। কিন্তু গ্রন্থাভাবে সাধারণের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় দেখিয়া বৌদ্ধমিশন হইতে এই গ্রন্থ খানি আবার প্রকাশিত হইল। এবার সাধারণের মুখস্থ করিবার সুযোগ হইবে মনে করিয়া মূলের সহিত পদ্যানুবাদ যোজিত হইল।

প্রকাশকের বিবৃতি

জ্যেষ্ঠপুরা নিবাসী নিত্যানন্দ বড়ুয়া উদারচিত্ত দানবীর সৎপুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বীয় বাসায় বর্ষাবাসের মধ্যে প্রত্যেক চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমায় ধর্ম্মসভা আহ্বান করিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ প্রবাসী বড়ুয়াদিগকে পরিত্রাণধর্ম্ম ও সদ্ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনাইতেন। তিনি এখন পরলোকে, কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভা বাসাস্থ মেম্বরগণ প্রায় ১৩ বৎসর যাবৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহার ঐ সেই পুণ্যস্মৃতি যাঁহাদের দ্বারা অক্ষুণ্ন রহিয়াছে তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ দিয়া এবং ধর্ম্মশ্রবণার্থ সমাগত জন মণ্ডলীর উৎসাহ বৃদ্ধি মানসে স্মৃতিফলক স্বরূপ সাধারণের অর্থ সাহায্যে 'তেল কটাহ-গাথা' খানি পুনঃ প্রকাশিত হইল।

বলাবাহুল্য হাতীয়ারকূল নিবাসী চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক শ্রীমান বৈকুণ্ঠ বিহারী বড়ুয়া বৌদ্ধ মিশনে কায করে। তাহার প্রযত্নে পুস্তকখানি কম্পোজ করা হইয়াছে। তাই শ্রীমানের নামও এই পুস্তকে সংযোজিত হইল।

বৌদ্ধ মিশনে পুস্তক প্রকাশের এক মহাসুযোগ হইয়াছে। কেবল কাগজের মূল্য, কালির ও শিরিষের সামান্য পরিব্যয় পাইলে মিশনের কর্ম্মীদের দ্বারা বিনা পয়সায় আমরা পুস্তক ছাপিয়া দিতে পারি। কিন্তু পুস্ত কগুলি বৌদ্ধ-মিশনে দান করিতে হইবে।

ধর্ম্মদান জনিত নির্ব্বাণপ্রদ মহাপুণ্য লাভ করিবার এই সুবর্ণ সুযোগ। মাত্র ৩০ টাকা ব্যয় করিয়া একখানি ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকাশক হওয়া যায়। আমরা ত্রিপিটক প্রসিদ্ধ ধন্য-পুণ্য মহাশ্রাবকগণের ও মহাউপাসক-উপাসিকাগণের জীবন-চরিত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। রাহুল-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। সারীপুত্ত-চরিত, সীবলী-চরিত, আনন্দ-চরিত, অজাতসত্তু-চরিত ও মহীন্দ স্থবির-চরিত প্রকাশিত হইবে। সারীপুত্ত-চরিত, আনন্দ-চরিত ও সীবলী-চরিতের প্রকাশক পাইয়াছি। অপর দুই খানির প্রকাশক পাইতে ইচ্ছা করি।

আসুন ধর্ম্মোৎসাহী ভক্তগণ! এই দুর্দ্দিনে পুণ্য সম্পদে ভরপূর হইয়া স্বদেশের কল্যাণ কামনায় জয় যাত্রা করি।

ধর্ম্মদূত বিহার
২৫শে শ্রাবণ
শুক্লাষ্টমী।

শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির

তেল কটাহ গাথা

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মসম্বুদ্ধস্‌স।

১। লঙ্কিস্‌সরো জয়তু বারণ-রাজ গামী
ভোগিন্দ ভোগ রুচিরা'য়ত পীণ বাহু,
সাধু'পচার নিরতো গুণ সন্নিবাসো
ধম্মে ঠিতো বিগতো কোধ মদা'বলেপো।

১। গমনে গজেন্দ্র তুল্য, ধনে নাগোপম,
আজানুলম্বিত বাহু, স্থূল নিরুপম
মনোহর দীপ্তিমান; সাধুসেবা রত,
সর্ব্বগুণাকর আর ধর্ম্মে অবস্থিত
ক্রোধ মদ মান হত লঙ্কার ঈশ্বর,
হউক তাঁহার জয় জয় নিরন্তর।

ত্রিরত্ন প্রণাম

২। য়ো সব্বলোক মহিতো করুণাধিবাসো
মোক্‌খাকরো রবিকুল'ম্বর পুণ্নচন্দো,
ঞোয়্যো'দধিং সুবিপুলং সকলং বিবুদ্ধো
লোকুত্তমং নমথ তং সিরসা মুনীন্দং। ১

২। সর্ব্বলোক পূজ্য যিনি করুণা আধার,
মোক্ষের আকর যিনি ত্রিলোক মাঝার;
সূর্য্য বংশ নভেঃ শোভে পূর্ণ চন্দ্র মত,
জ্ঞানের সাগর যিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম জ্ঞাত;
লোক শ্রেষ্ঠ সুবিপুল সে মুনীন্দ্র অতি,
তাঁহার চরণে তুমি করহ প্রণতি;

৩। সোপানমাল ম'মলং তিদসালয়স্‌স
সংসার সাগর সমু'ত্তরণায় সেতুং,

সব্বাগতি ভয় বিবজ্জিত খেম মগ্গং
ধম্মং নমস্সথ সদা মুনীনা পণীতং। ২

৩। ত্রিদশ স্বর্গের যাহা অমল সোপান,
সংসার সাগরে সেতু পাইবারে ত্রাণ;
সকল অগতি ভয় করিতে বর্জ্জন,
নিরাপদ ধর্ম্ম মার্গ হয়েছে ভাষণ;
সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক যাহা সদা প্রশংসিত,
কর সে উত্তম ধর্ম্মে প্রণতি সতত।

৪। দেয়্যং ত'দপ্প'মপি য়থ পসন্নচিত্তা
দত্বা নরা ফলমুলারতরং লভন্তে,
তং সব্বদা দসবলেনপি সুপ্পসত্থং
সঙ্ঘং নমস্সথ সদামিত পুঞ্ঞখেত্তং। ৩

৪। অল্পদান সঙ্ঘক্ষেত্রে সুপ্রসন্ন মনে,
নরগণ দিয়া লভে মহাপুণ্য ধনে;
দশবল প্রশংসিত পুণ্য ক্ষেত্র অতি,
সতত সে মহাসঙ্ঘে করহ প্রণতি।

৫। তেজোবলেন মহতা রতনত্তয়স্স
লোকত্তয়ং সমধিগচ্ছতি য়েন মোক্খং,
রক্খা ন চ'থি চ সমা রতনত্তয়স্স
তস্মা সদা ভজথ তং রতনত্তয়ং ভো। ৪

৫। ত্রিরত্নের মহাতেজে ভবত্রয়বাসী,
মোক্ষলভি পায় সুখ নির্ব্বাণ প্রয়াসী;
এমন ত্রিরত্ন সম রক্ষাকারী নাই,
তদ্ধেতু ভজহ সবে ত্রিরত্নে সদাই।

৬। লঙ্কিস্সরো পরহিতেক রতো নিরাসো
রত্তিম্পি জাগর রতো করুণাধিবাসো,
লোকং বিবোধয়তি লোক হিতায় কামং
ধম্মং সমাচরথ জাগরিকা 'নুযুত্তা।

৬। পরের মঙ্গলকামী ত্যাগী শ্রেষ্ঠ আর,
রাত্রেও জাগ্রত যিনি করুণা আধার;
লোকহিতে সদা রত এই লঙ্কাপতি,
জাগ্রত জীবনে ধর্ম রক্ষ নিতি নিতি।

৭। সত্তোপকার নিরতা কুসলে সহায়া
ভো দুল্লভা ভুবি নরা বিগতপ্পমাদা,
লঙ্কাধিপং গুণধনং কুসলে সহায়ং
আগম্ম সংচরথ ধম্ম 'মলং পমাদং।

৭। প্রাণী-হিতে রত ধর্ম্মে করে নিয়োজন,
অপ্রমাদী সুদুর্ল্লভ ভবে হেন জন;
গুণাধার লঙ্কাপতি সুমিত্র লভিয়া,
আচরণ কর ধর্ম্ম প্রমাদ ত্যজিয়া।

৮। ধম্মো তিলোক সরণো পরমো রসানং
ধম্মো মহগ্‌ঘ রতনো রতনেসু লোকে,
ধম্মো হবে তিভবদুক্‌খ বিনাস হেতু
ধম্মং সমাচরথ জাগরিকা 'নুযুত্তা।

৮। ত্রিলোক শরণ ধর্ম্ম, রসেতে উত্তম,
রত্ন মাঝে ধর্ম্ম রত্ন লোকে অনুপম;
ধর্ম্ম করে ধ্রুব ভব দুঃখ বিনাশন,
জাগ্রত জীবনে ধর্ম্ম কর আচরণ।

৯। নিদ্দং বিনোদয়থ ভাবয়থ'প্পমেয়্যং
দুক্‌খং অনিচ্চ ম'পি চে'হ অনত্ততং চ,
দেহে রতিং জহথ জজ্জর ভাজনাভে
ধম্মং সমাচরথ জাগরিকানুযুত্তা।

৯। মোহ-নিদ্রা কর ত্যাগ, ভাব বহুবার,
অনিত্য অনাত্ম দুঃখ অতীব অসার;
জীর্ণ পাত্র তুল্য দেহে আসক্তি ছাড়িয়া,
জাগ্রত জীবনে ধর্ম্ম লও আচরিয়া।

মরণানুস্মৃতি

১০। ওকাস মজ্জ মম নত্থি সুবে করিস্সং
ধম্মং ইতী'হ'লসতা কুসলপ্পয়োগে,
নালং তিয়দ্ধসু তথা ভুবনত্তয়ে চ
কামং ন চ'ত্থি মনুজো মরণা পমুত্তো। ১

১০। অদ্য মম অবকাশ হবেনা কখন,
করিব আগামী কল্য পুণ্য উপার্জ্জন;
ধর্ম্মে হেন অলসতা ভাল নহে নর,
ত্রিভবে ত্রিকালে কেহ নাহিক অমর।

১১। খিত্তো য়থা নভসি কেনচি দেব লেড্ডু
ভূমিং সমাপততি ভারতয়া খণেন,
জাতত্তমে'ব খলু কারণ মে'ক'মেব
লোকং সদা ননু ধুবং মরণায় গন্তু?। ২

১১। ছুড়িলে আকাশে ঢিল গুরুত্ব কারণে,
ভূমিতে পতিত হয় পুন সেই ক্ষণে;
জন্মই মরণ হেতু মানবের হয়,
মরিতে হইবে ধ্রুব নাহিক সংশয়।

১২। কামং নরস্স পততো গিরিমুদ্ধনাতো
মজ্ঝে ন কিঞ্চি ভয় নিস্সরণায় হেতু,
কামং বজন্তি মরণং তিভবেসু সত্তা
ভোগে রতিং পজহথ'পি চ জীবিতে চ। ৩

১২। গিরি শিরি হতে নর হইলে পতিত,
নাহি হেন স্থান মাঝে না হইতে ভীত;
ত্রিভবের সত্ত্ব তথা মরিবে নিশ্চয়,
ধনে-প্রাণে ত্যজ সবে মমতা নিশ্চয়।

১৩। কামং পতন্তি মহিয়া খলু বস্সধারা
বিজ্জুল্লতা বিতত মেঘমুখা পমুত্তা,

এবং নরা মরণ ভীম পপাত মজ্ঝে
কামং পতন্তি নহি কোচি ভবেসু নিচ্চো। ৪

১৩। মেঘমুখে বিদ্যুল্লতা চমকি উঠিলে,
নিশ্চয় পড়িবে বৃষ্টি এই মহীতলে;
তথা নর মৃত্যু ভীম প্রপাত মাঝারে,
নিশ্চয় পতিত হইবে অনিত্য সংসারে।

১৪। বেলাতটে পটুতরোরু তরঙ্গমালা
নাসং বজন্তি সততং সলিলালয়স্স,
নাসং তথা সমুপয়ন্তি নরামরানং
পাণানি দারুণতরে মরণোদধিম্হি। ৫

১৪। ভীষণ তরঙ্গ মালা সাগরের তীরে,
আছড়ি ভাঙ্গিয়া পড়ে সদা তার নীরে;
সেইরূপ নিদারুণ মরণ সাগরে,
নষ্ট হয় দেব নর জন্মি বারে বারে।

১৫। রুদ্ধোপি সো রথবরস্স গজাধিপেহি
য়োধেহি বা'পি সবলেহি চ সায়ুধেহি,
লোকং বিবঞ্চিয় সদা মরণূসভো সো
কামং নিহন্তি ভুবনত্তয় সালিসণ্ডং। ৬

১৫। সসৈন্য সশস্ত্র যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ গজ-রথ,
রোধিতে না পারে কভু মরণের পথ;
মৃত্যুরূপী ষাঁড় ভবে বঞ্চনা করিয়া,
খড় তুল্য ভবত্রয় যেতেছে দলিয়া।

১৬। ভো মারুতেন মহতা বিহতো পদীপো
খিপ্পং বিনাস মুখ'মেতি মহপ্পভোপি,
লোকে তথা মরণ চণ্ড সমীরণেন
খিপ্পং বিনস্সতি নরায়ু মহা পদীপো। ৭

১৬। সমুজ্জ্বল দীপশিখা প্রবল বায়ুতে,
সত্বর নিভিয়া যায় যথা নিমিষেতে;

প্রচণ্ড মরণ বায়ু প্রবাহে সে-মত,
নরায়ু প্রদীপ শীঘ্র হয় নির্ব্বাপিত।

১৭। রাম'জ্জুনপ্পভুতি ভূপতি পুঙ্গবা চ
সুরা পুরে রণমুখে বিজিতারিসঙ্ঘা,
তেপী'হ চণ্ডমরণোঘ নিমুগ্ন দেহা
নাসং গতা জগতি কে মরণা পমুত্তা?। ৮

১৭। রামার্জ্জুন আদি বীর নৃপতি নিচয়,
মহারণে অরি গণে করিলেন জয়;
তাহারাও মৃত্যু স্রোতে গিয়াছে ডুবিয়া,
জগতে মরণ মুক্ত পাবে না খুঁজিয়া ।

১৮। লক্‌খী চ সাগরপটা সধরা ধরা চ
সম্পত্তিয়ো চ বিবিধা অপি রূপসোভা,
সব্বা চ তা অপি চ মিত্ত সুতা চ দারা
কে বাপি কং অনুগতা মরণং বজন্তং। ৯

১৮। ঐশ্বর্য্য সাগর বস্ত্র ধরা গিরি যত,
বিবিধ সম্পদ আর রূপশোভা কত;
মিত্র সুত দারা যত আছে সমুদায়,
মৃত্যু কালে কেহ কারো সঙ্গে নাহি যায়।

১৯। ব্রহ্মা'সুরা সুরাগণা চ মহা'নুভাবা
গন্ধব্ব কিন্নর মহো'রগ রক্‌খসা চ,
তে চ পরে চ মরণ'গ্গি সিখায় সব্বে
অন্তে পতন্তি সলভা ইব খীণ পুঞ্ঞা। ১০

১৯। ব্রহ্মাসুর সুরগণ মহাশক্তিমান,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সর্প রাক্ষস প্রধান;
সকলেই মরণাগ্নি শিখাতে পড়িয়া,
পুণ্যক্ষয়ে কীট তুল্য যাইবে পুড়িয়া।

২০। য়ে সরিপুত্ত পমুখা মুনিসাবকা চ
সুদ্ধা সদাসবনুদা পরমি'দ্ধিপত্তা,

তে চা'পি মচ্চু বলভা মুখসন্নিমুগ্গা
দীপানি বা'নিল হতা খয়তামুপেতা। ১১

২০। সারীপুত্ত, বুদ্ধশিষ্য, যত ঋদ্ধিমান,
তৃষ্ণাক্ষয় প্রাপ্ত আর শুদ্ধ জ্ঞানবান;
মৃত্যুমূখে সকলেই গিয়াছে ডুবিয়া,
বায়ুবেগে যথা যায় প্রদীপ নিভিয়া।

২১। বুদ্ধা'পি বুদ্ধ কমলা'মল চারুনেত্তা
বত্তিংস লক্খণ বিরাজিত রূপসোভা,
সব্বা'সবক্খয় করা'পি চ লোকনাথা
সম্মদ্দিতা মরণ মত্ত মহাগজেন। ১২

২১। অমল কমল নেত্র যেই ভগবান,
বত্রিশ লক্ষণ যাঁর দেহে বিদ্যমান;
সর্ব্ব-তৃষ্ণাক্ষয় করি লোকনাথ যিনি,
মর্দ্দিত মরণ গজে হইলেন তিনি ।

২২। রোগাতুরেসু করুণা ন জরাতুরেসু
খিড্ডাপরেসু সুকুমার কুমারকেসু,
লোকং সদা হনতি মচ্চু মহাগজিন্দো
দাবানলো বনমি'ব বিরতো অসেসং। ১৩

২২। রোগী, বৃদ্ধ, ক্রীড়ারত কিম্বা সুকুমার,
কুমারে না ছাড়ে মৃত্যু গজেন্দ্র দুর্ব্বার;
দাবানল বন দহে যেমন অশেষে,
মৃত্যুরাজ তথা লোক সর্ব্বদা বিনাশে।

২৩। আপুণ্ণতা ন সলিলে ন জলালয়স্স
কট্ঠস্স চা'পি বহুতা ন হুতাসনস্স,
ভুত্বান সো তিভুবনম্পি তথা অসেসং
ভো নিদ্দয়ো ন খলু পীতিমুপেতি মচ্চু। ১৪

২৩। সাগর জলেতে পূর্ণ কভু নাহি হয়,
বহুকাষ্ঠ লভি অগ্নি তবু তৃপ্ত নয়;

ত্রিভুবন গ্রাসি মৃত্যু নাহি হয় খুসি,
নির্দ্দয় ভাবেতে নাশে সত্ত্ব রাশি রাশি।

২৪। ভো মোহ মোহিততয়া বিবসো অধঞ্ঞো
লোকো পতত্য'পি হি মচ্চু মুখে সুভীমে,
ভোগে রতিং সমুপয়াতি বিহীন পঞ্ঞো
দোলা তরঙ্গ চপলে সুপি'নোপমেয়্যো। ১৫

২৪। অবাধ্য অধন্য আর মোহ-মুগ্ধ জন,
ভয়ানক মৃত্যুমুখে পড়ে অনুক্ষণ;
চপল তরঙ্গ আর স্বপন মতন,
ভোগেতে রমিত হয় অজ্ঞানীর মন।

২৫। একোপি' মচ্চু অভি হন্তু'মলং তিলোকং
কিং নিদ্দায় অপি জরা মরণানুযায়ী,
কো বা করেয়্য বিভবেসু চ জীবিতা'সং
জাতো নরো সুপিন সঙ্গম সন্নিভেসু। ১৬

২৫। একমাত্র মৃত্যু পারে ত্রিলোক নাশিতে,
জরা অনুগামী যবে কি ফল নিদ্রাতে?
স্বপনে মিলন সম জনম গ্রহণ,
তবু তৃষ্ণা ধনে-প্রাণে করে কোন্ জন?

২৬। নিচ্চাতুরং জগদি'দং সভয়ং সসোকং
দিস্বা চ কোধ মদ মোহ জরা'ভিভূতং,
উব্বেগমত্তম'পি য়স্স ন বিজ্জতি চে
সো দারুণো ন মরণো বত তং ধীরত্থু। ১৭

২৬। শোক ভয় ক্রোধ মদ আর জরা যুত,
হেরিয়া জগৎ যেবা নহে উৎকণ্ঠিত;
তার পক্ষে নিদারুণ না হয় মরণ,
এমন জীবনে ধিক কহে জ্ঞানীগণ।

২৭। ভো ভো ন পস্সথ জরা'সিধরং হি মচ্চুং
মাহঞ্ঞমান 'মখিল সততং তিলোকং,

কিং নিদ্দয়া নয়থ বীতভয়া তিয়ামং
ধম্মং সদা'সবনুদং চরথ'প্পমত্তা। ১৮

২৭। জরা অসি হস্তে লয়ে মৃত্যু অনুক্ষণ,
ত্রিলোক বিনাশে রত করে নিষ্পীড়ন;
ত্রিযাম নিদ্রায় কেন ভীত ভয়ে রবে,
অপ্রমাদে রক্ষ ধর্ম্ম তৃষ্ণা ক্ষয় হবে।

দেহের অসারতা
মরণানুস্মৃতির ফল

২৮। ভাবেথ ভো মরণমার বিবজ্জনায়
লোকে সদা মরণ সঞ্ঞমি'মং য়তত্তা,
এবং হি ভাবনরতস্স নরস্স তস্স
তণ্হা পহীয়তি সরীরগতা অসেসা।

২৮। মৃত্যুমার ত্যাগ হেতু ভাবিবে মরণ,
স্মরিবে সংযত ভাবে দেহে অনুক্ষণ;
এরূপ ভাবনা রত যে মানব হয়,
দেহ জাত তৃষ্ণা তাঁর হইবে বিলয়।

দেহের অসারতা

২৯। রূপং জরা পিয়তরং মলিনী করোতি
সব্বং বলং হরতি অত্তনি ঘোর রোগো,
নানূ'পভোগ পরিরক্খিত ম'ত্তভাবং
ভো মচ্চু সংহরতি কিং ফলম'ত্ত ভাবে। ১

২৯। জরা প্রিয়তর রূপে করিবে মলিন,
দুষ্ট ব্যাধি সর্ব্ববল হরে দিন দিন;
নানা ভোগে সুরক্ষিত শরীর আপন,
মৃত্যু নাশে শরীরের কিবা প্রয়োজন।

৩০। কম্ম'নিলা 'পহত রোগ-তরঙ্গ ভঙ্গে
সংসার সাগর মুখে বিততে বিপন্না,
মা মা পমাদ'মকরিত্থ করোথ মোক্খং
দুক্খোদয়ং ননু পমাদময়ং নরানং। ২

৩০। করম বাতাসে দেহে তরঙ্গ মতন,
জাত হয় নানা রোগ নিত্য অগণন;
সংসার সাগর তাহে হয় প্রসারিত,
হওনা হওনা কভু তুমি প্রমাদিত;
মোক্ষলাভ তরে কর কুশল সাধন,
দুঃখোৎপত্তি মানবের প্রমাদ কারণ।

৩১। ভোগো চ মিত্তসুত পোরিস বন্ধবা চ
নারী চ জীবিত সমা অপি খেত্ত বত্থু,
সব্বানি তানি পরলোক'মিতো বজন্তং
না'নুব্বজন্তি কুসলাকুসলঞ্চ লোকে। ৩

৩১। ভোগ, মিত্র, সুত আর পুরুষ বান্ধব,
জীবন সমান নারী ক্ষেত্র বস্তু সব;
এ সমস্ত নাহি যায় কভু পরলোকে,
কুশলাকুশল মাত্র যায় একে একে।

৩২। ভো বিজ্জু চঞ্চলতরে ভব সাগরম্হি
খিত্তা পুরা কত মহা পবনেন তেন,
কামং বিভিজ্জতি খণেন সরীর নাবা
হত্থে করোথ পরমং গুণ হত্থসারং। ৪

৩২। চঞ্চল বিদ্যুৎবৎ ভব সাগরেতে,
পূর্ব্বকৃত মহাবায়ু করম বলেতে;
প্রক্ষিপ্ত শরীর নৌকা ক্ষিপ্র ভগ্ন হয়,
সম্বল করহ হাতে শ্রেষ্ঠ সারচয়।

৩৩। নিচ্চং বিভিজ্জতী'হ আমক ভাজনং'ব
সংরক্খিতো'পি বহুধা ইহ অত্তভাবো,

ধম্মং সমাচরথ সগ্গ গতি প্পতিট্‌ঠং
ধম্মং সুচিণ্ণ'মিহ'মেব ফলং দদাতি। ৫

৩৩। নিত্য দেহ ভগ্ন হয় কাঁচ পাত্র মত,
বহুধা রক্ষিলে দেহ ভাঙ্গে অবিরত;
স্বরগে গমন হেতু ধরম আচর,
সুচরিত ধর্ম্ম দেয় ফল ইহ-পর।

৩৪। রন্ত্বা সদা পিয়তরে দিবি দেবরজ্জে
তম্‌হা চবন্তি বিবুধা অপি খীণ পুঞ্ঞা,
সব্বং সুখং দিবি ভুবী'হ বিয়োগনিট্‌ঠং
কো পঞ্ঞবা ভব সুখেসু রতিং করেয়্য। ৬

৩৪। প্রিয়তর দেবলোকে দেবতা নিয়ত,
হইয়া রমিত হয় পুণ্য ক্ষয়ে চ্যুত;
দেব-নর সর্ব্বসুখে অন্তিমে বঞ্চিত,
হেরি ইহা কোন্ জ্ঞানী ভব সুখে রত।

৩৫। বুদ্ধো সসাবকগণো জগদেক নাথো
তারাবলী পরিবুতো'পি চ পুণ্নচন্দো,
ইন্দো'পি দেব মকুটঙ্কিত পাদকঞ্জো
কো ফেনপিণ্ডন সমো তিভবেসু জাতো। ৭

৩৫। জগন্নাথ সশ্রাবক বুদ্ধ ভগবান,
নক্ষত্র বেষ্টিত পূর্ণ চন্দ্রমা প্রধান;
দেবের মুকুটধারী ইন্দ্ররাজ সবে,
ফেণ তুল্য ক্ষয় শীল, কে জন্মে ত্রিভবে।

৩৬। লীলাবতংসম'পি য়োব্বন রূপসোভং
অত্তূ'পমং পিয়জনেন চ সম্পয়োগং,
দিস্বা চ বিজ্জু চপলং কুরুতে পমাদং
ভো মোহ মোহিত জনো ভব-রাগরত্তো। ৮

৩৬। যৌবনের রূপ শোভা বিলাসী সেবিত,
আত্মোপম প্রিয়-সঙ্গ নশ্বর সতত;

চঞ্চল বিদ্যুৎ সম হেরি সদা ক্ষয়,
ভবাসক্ত মোহ-মুগ্ধ তবু মত্ত হয়।

৩৭। পুত্তো পিতা ভবতি মাতু পতী'হ পুত্তো
নারী কদাচি জননী চ পিতা চ পুত্তো,
এবং সদা বিপরিবত্ততি জীবলোকো
চিত্তে সদাতি চপলে খলু জাতিরঙ্গে। ৯

৩৭। পুত্র পিতা, স্বামী পুত্র, কদাচিৎ হয়,
ভার্য্যা মাতা, পিতা পুত্র ভবে জন্ম লয়;
চপল জনম রঙ্গে নিত্য বিনিময়,
সদা হয় জীবলোকে নাহিক সংশয়।

নিরয় দুঃখ

৩৮। রত্ত্বা পুরে বিবিধ ফুল্ল লতাকুলেহি
দেবা'পি নন্দনবনে সুর-সুন্দরী হি,
তে'বেকদা বিতত কন্টক সঙ্কটেসু
ভো কোটি সিম্বলিবনেসু ফুসন্তি দুক্খং। ১

৩৮। বহু পুষ্প বিকশিত লতাকুল মাঝে,
নন্দনে অপ্সরা সনে দেবতা বিরাজে;
তাহারাও একদিন সিম্বলী কাঁটায়,
বহু কোটি দুঃখ ভোগে কর্ম্মফলে হায়!

৩৯। ভুত্বা সুধন্ন'মপি কঞ্চন ভাজনেসু
সগ্গে পুরে সুরবরা পরমি'দ্ধি পত্তা,
তে চা'পি পজ্জলিত লোহগুলং গিলন্তি
কামং কদাচি নরকালয় বাসভূতা। ২

৩৯। স্বর্গপুরে ঋদ্ধি প্রাপ্ত সুরবর গণ,
কাঞ্চন ভাজনে করি অমৃত ভোজন;
তাহারাও কদাচিৎ নরকে পড়িয়া,
দুঃখ পায় তপ্ত লৌহ গোলক গিলিয়া।

৪০। ভুত্বা নরিস্সরবরা চ মহিং অসেসং
দেবধিপা চ দিবি দিব্বসুখং সুরম্মং,
বাসং কদাচি খুর-সঞ্চিত ভূতলেসু
তে'বা মহারথগণানুগতা দিবী'হ। ৩

৪০। নরলোকে নরেশ্বর রাজত্ব ভোগিয়া,
দেবেন্দ্র স্বরগে দিব্য সুখেতে রমিয়া;
তাহারাও একদিন ক্ষুরধার যুত,
ভূতলে পড়িয়া দুঃখ পায় অবিরত।

৪১। দেব'ঙ্গনা ললিত ভিন্ন তরঙ্গমালে
গঙ্গে মহিস্সর জটা মকুটা'নুয়াতে,
রন্ত্বা পুরে সুরবরা পমদা সহায়া
তে চা'পি ঘোরতর বেতরণিং পতন্তি। ৪

৪১। দেবাঙ্গনা সমা রঙ্গ তরঙ্গ মালিনী,
গঙ্গায় মহেশ জটা-মুকুট স্যন্দিনী;
রমিয়া অমরগণ প্রমদা সহিত,
ভীম বৈতরণী মাঝে হয় নিপতিত।

অনিত্য

৪২। ফুল্লানি পল্লব লতা ফল সঙ্কুলানি
রম্মানি নন্দনবনানি মনোরমানি,
দিব্বচ্ছরা ললিত পুণ্ন দরী মুখানি
কেলাসমেরু সিখরানি চ য়ন্তি নাসং। ১

৪২। লতা ও পল্লব ফল ফুল বিকশিত,
মনোজ্ঞ নন্দন বন অপ্সরা সেবিত;
প্রপাত কৈলাস মেরু শিখর সর্ব্বথা,
নষ্ট হবে একদিন নাহিক অন্যথা।

৪৩। দোলা'নলা'নিল তরঙ্গসমা হি ভোগা
বিজ্জুপ্পভা'তি চপলানি চ জীবিতানি,

মায়া মরীচি জলসোম সমং সরীরং
কো জীবিতে চ বিভবে চ করেয়্য রাগং। ২

৪৩। অনল অনিল দোলা ভোগ ঊর্ম্মি সম,
চঞ্চল জীবন সব বিদ্যুৎ উপম;
জল-চন্দ্র মরীচিকা মায়া সম কায়,
জীবন বিভবে প্রেম কোন্ জন চায়।

দুঃখ

৪৪। কিং দুক্খম'থি ন ভবেসু চ দারুণে সু
সত্তো'পি তস্স বিবিধস্স ন ভাজনো কো,
জাতো য়থা মরণরোগ জরাভিভূতো
কো সজ্জনো ভবরতিং পিহয়েয়্য'বালো। ১

৪৪। এমন দারুণ দুঃখ নাহি কিছু ভবে,
যে সব দুঃখের ভাগী সত্ত্ব নাহি হবে;
জাত সত্ত্ব জরা ব্যাধি মৃত্যু ভোগে নিতি,
কোন বিজ্ঞ ভব সুখে নাহি লভে প্রীতি।

৪৫। কো বা'পি পজ্জলিত লোহগুলং গহেতুং
সক্কো কথঞ্চিদ'পি পাণিতলেন ভীমং,
দুকেখাদয়ং অসুচি নিস্সবণং অনত্তং
কো কাময়েথ খলু দেহমি'মং অবালো। ২

৪৫। উত্তপ্ত লোহার গুলি যদিও হস্তেতে,
ক্ষণেক রাখিতে পারে সম্ভব ইহাতে;
দুঃখ পূর্ণ আত্মাহীন অশুচি স্রাবিত,
কোন্ বিজ্ঞ ইচ্ছে এই শরীর নিয়ত।

৪৬। লোকে ন মচ্চু সমম'থি ভয়ং নরানং
ন ব্যাধি দুক্খসমম'থি চ কিঞ্চি দুক্খং,
এবং বিরূপ করণং ন জরা সমানং
মোহেন ভো রতিমু'পেতি তথাপি দেহে। ৩

৪৬। মৃত্যু সম ভয় নাই লোকেতে নরের,
ব্যাধি সম দুঃখ নাই মানব দেহের;
জরা সম বিশ্রী কর নাহিক শরীরে,
তথাপি মোহান্ধ নর দেহে মজে ওরে।

৪৭। নিস্‌সারতো নল নলী কদলী সমানং
অত্তান'মে'ব পরিহঞ্ঞতি অত্তহেতু,
সম্পোসিতো'পি কুসহায় ইবা'কতঞ্ঞূ
কায়ো ন তস্‌স অনুগচ্ছতি কালকেরা। ৪

৪৭। নল নলী রম্ভা সম শরীর অসার,
আত্মায় আত্মাকে নাশে হেতু নাই আর;
পোষিলেও অকৃতজ্ঞ কুবন্ধু শরীর,
নাহি যায় পরলোকে নিশ্চয় দেহীর।

৪৮। তং ফেণপিণ্ড সদিসং বিস সূল কপ্পং
তোয়া'নলা'নিল মহী উরগা'ধিবাসং,
জিণ্ণা'লয়ং'ব পরিদুব্বলম'ত্তভাবং
দিস্বা নরো কথমু'পেতি রতিং সপঞ্ঞো। ৫

৪৮। ফেণ পিণ্ড, বিষ, শূল, বায়ু অগ্নি, জল,
সর্প-গর্ত্ত, জীর্ণ-গৃহ, অস্থির দুর্ব্বল;
এমন শরীর হেরি কোন জ্ঞানবান,
শরীরে আসক্তি কভু নাহি দেয় স্থান।

৪৯। আয়ুক্‌খয়ং সমুপয়াতি খণে খণে'পি
অম্বেতি মচ্চু হননায় জরা'সি পাণি,
কালং তথা ন পরিবত্ততি তং অতীতং
দুক্‌খং ইদং ননু ভবেসু বিচিন্তনীয়ং। ৬

৪৯। পরমায়ু ক্ষয় হয় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
জরা অসি হস্তে মৃত্যু আছে অন্বেষণে;
অফুরন্ত মৃত্যুকাল অতীত না হয়,
ভবে কি দুখের কথা চিন্তনীয় নয়?

৫০। অপ্পায়ুকস্‌স মরণং সুলভং ভবেসু
দীঘায়ুকস্‌স চ জরা ব্যসনঞ্চ'নেকং,
এবং ভবে উভয়তো'পি চ দুক্‌খমেব
ধম্মং সমাচরথ দুক্‌খ বিনাসনায়। ৭

৫০। অল্পায়ু লাভীর মৃত্যু শীঘ্র ভবে হয়,
দীর্ঘায়ু লাভীর বহু জরা দুঃখোদয়;
অল্পায়ু-বার্দ্ধক্য দুই দুঃখ সম সম,
দুঃখর বিনাশ হেতু আচর ধরম।

৫১। দুক্‌খগ্গিনা সুমহতা পরিপীলিতেসু
লোকত্তয়স্‌স বসতো ভবচারকেসু,
সব্ব'ত্তনা সুচরিতস্‌স পমাদ কালো
ভো ভো ন হোতি পরমং কুসলং চিণাথ। ৮

৫১। ভবরূপ কারাগারে দুঃখের অগ্নিতে,
ত্রিলোকের সত্ত্বগণ জ্বলে দিনে-রাতে;
সে কারণে পুণ্য কর্ম্মে ভূল ভাল নয়,
কুশল সঞ্চয় কর যত সত্ত্বচয়।

৫২। অপ্পং সুখং জললবং বিয় ভো তিণগ্গে
দুক্‌খন্তু সাগরজলং বিয় সব্ব লোকে,
সংকপ্পনা তদ'পি হোতি সভাবতো হি
সব্বং তিলোক'মপি কেবল দুক্‌খমে'ব। ৯

৫২। মহাসুখ তৃণাগ্রের জলবিন্দু মত,
অল্প দুঃখ সাগরের জল পরিমিত;
স্বভাবত লোকে তাহা সত্ত্বের কল্পনা,
ত্রিলোকে দুখেতে ভরা সুখ-ত পাবেনা।

৫৩। কায়ো ন য়স্‌স অনুগচ্ছতি কায় হেতো
বালো অনেকবিধমাচরতী'হ দুক্‌খং
কারো সদা কলিমলা কলিলং হি লোকে
কায়ে রতো অবিরতং ব্যসনং পরেতি। ১০

৫৩। পরলোকে দেহ কভু সঙ্গে নাহি যায়,
অজ্ঞানী তথাপি বহু পাপ কার্য্যে ধায়;
পাপমলে পূর্ণ দেহ লোকের মাঝারে,
তথাপি দেহের তরে সদা দুঃখ করে।

৫৪। মীল্হালয়ং কলিমলা করমা'ম গন্ধং
সূলা'সি সল্ল বিস পন্নগ রোগভূতং,
দেহং বিপস্সথ জরা মরণাধিবাসং
তুচ্ছং সদা বিগতসারমি'মং বিনিন্দং। ১১

৫৪। বিষ্ঠ-গৃহ, পাপখনি, গন্ধ, শূল, অসি,
শল্য, বিষ, সর্প, রোগ, মৃত্যু জরা রাশি;
তুচ্ছ আর সারহীন, সদা নিন্দনীয়,
দেখ এই দেহখানি কিবা শোভনীয়।

৫৫। দুক্খং অনিচ্চ'মসুভং বত অত্তভাবং
মা সঙ্কিলেসয় ন বিজ্জতি জাতু নিচ্চো,
অম্ভো ন বিজ্জতি হি অপ্পম'পী'হ সারং
সারং সমাচরথ ধম্ম'মলং পমাদং। ১২

৫৫। অনিত্য অশুভ দুঃখ পূর্ণ দেহ এই,
কাম-বাণে ভেদিওনা নিত্য বস্তু নেই;
অল্প মাত্র সার দেহে নাহি বিদ্যমান,
না ভূলি, আচর সদা ধরম মহান্।

অনাত্মা

৫৬। মায়া মারীচি কদলী নল ফেণপুঞ্জ
গঙ্গাতরঙ্গ জল বুব্বুল সন্নিভেসু,
খন্ধেসু পঞ্চসু ছলা'য়তনেসু তেসু
অত্তা ন বিজ্জতি হি কো ন বদেয়্য'বালো। ১

৫৬। মায়া রম্ভা মরীচিকা নল ফেণ সম,
গঙ্গার তরঙ্গ আর বুদ্বুদ উপম;

পঞ্চস্কন্ধে ষড়বিধ আয়তনে আর,
নাহি আত্মা বিদ্যমান জ্ঞানীর বিচার।

৫৭। বঞ্ঝাসুতো সস-বিসাণময়ে রথে তু
ধাবেয়্য চে চিরতরং সধুরং গহেত্বা,
দীপ'চ্চি মালমি'ব তং খণভঙ্গ ভূতং
অত্তা'তি দুব্বলতরন্তু বদেয়্য দেহং। ২

৫৭। শশক বিষাণ-রথে চলে বন্ধ্যাসুত-
স্বীয় ধূরে যথা মিথ্যা, তথা অজ্ঞ যত
নশ্বর প্রদীপ-শিখা তুল্য ও দুর্ব্বল,
এ দেহকে আত্মা বলে তাতে কিবা ফল।

৫৮। বালো য়থা সলিল বুব্বুল ভাজনেন
আকণ্ঠতো বত পিবেয়্য মরীচি তোয়ং,
অত্তা'তি সার রহিতং কদলী সমানং
মোহা ভণেয়্য খলু দেহমি'মং অনত্তং। ৩

৫৮। সলিল-বুদ্বুদ-পাত্রে আকণ্ঠ পূরিয়া,
মরীচিকা জল পিয়ে অজ্ঞ না বুঝিয়া;
সার হীন রম্ভা সম, এই অনাত্মায়,
আত্মা জ্ঞানে মোহান্ধের কিবা ফল তায়।

৫৯। য়ো'দূম্বরস্স কুসুমেন মরীচি তোয়ং
বাসং যদি'চ্ছতি সখেদ'মুপেতি বালো,
অত্তান'মেব পরিহঞ্ঞতি অত্তহেতো
অত্তা ন বিজ্জতি কদাচি দপী'হ দেহে। ৪

৫৯। ডুমুর প্রসূনে আর মরীচিকা জলে,
সুগন্ধ ইচ্ছিয়া অজ্ঞ খেদ মাত্র ফলে;
নিজ দুঃখ নিজে আনে তথা অজ্ঞ জন,
কভু নাহি দেহে আত্মা কহে জ্ঞানিগণ।

৬০। পোসো য়থা হি কদলীসু বিনিব্ভুজন্তো
সারং তদ'প্পম'পি নো'পলভেয়্য কামং,

খন্ধেসু পঞ্চসু ছলা'য়তনেসু তেসু
সুঞ্ঞেসু কিঞ্চিদপি নো'পলভেয়্য সারং। ৫

৬০। কদলী বৃক্ষকে নর খণ্ড খণ্ড করে,
অল্পমাত্র সার তাহে লাভ নাহি করে;
পঞ্চস্কন্ধে ষড়বিধ আয়তনে তথা,
কভু নাহি লভে সার অসার সর্ব্বথা।

৬১। সুত্তং বিনা ন পটভাব মিহ'থি কিঞ্চি
দেহং বিনা ন খলু কোচি ইহ'থি সত্তো,
দেহং সভাব রহিতং খণ ভঙ্গ যুত্তং
কো অত্তহেতু অপরো ভুবি বিজ্জতী'হ। ৬

৬১। সূত্র বিনা বস্ত্র লাভ না হয় কখন,
পঞ্চস্কন্ধ বিনা সত্ত্ব নহে কদাচন;
পরিণামে দেহ এই অনিত্য বিনাশী,
দেহকে বলিতে আত্মা কে হয় প্রয়াসী।

৬২। দিস্বা মরীচি সলিলং হি সুদূরতো ভো
বালো মিগো সমু'পধাবতি তোয়সঞ্ঞী,
এবং সভাব রহিতে বিপরীত সিদ্ধে
দেহে পরেতি পরিকপ্পনয়া হি রাগং। ৭

৬২। অজ্ঞ মৃগ মরীচিকা জল ভাবি মনে,
সবেগে ধাবিত হয় মরীচিকা পানে;
অনিত্য স্বভাব তথা মিথ্যা বিপরিত,
দেহেতে মজিয়া অজ্ঞ কামে দেহ চিত।

৬৩। দেহে সভাব রহিতে পরিকপ্পসিদ্ধে
অত্তা ন বিজ্জতি হি বিজ্জু'মিব'ন্তলিক্খে,
ভাবেথ ভাবনরতা বিগতপ্পমাদা
সব্বাসবপ্পজহণায় অনত্তসঞ্ঞং। ৮

৬৩। নিত্যভাব হীন দেহ মিথ্যাকল্প যুত,
আকাশে বিদ্যুৎ তুল্য নহে আত্মা স্থিত;

ভাবনা করহ সবে প্রমাদ ত্যজিয়া,
সর্ব্বাসব ক্ষয় হেতু অনাত্মা ভাবিয়া।

অশুভ

৬৪। লালা করীস রুধির'স্সু বসানুলিত্তং
দেহং ইমং কলিমলা কলিলং অসারং,
সত্তা সদা পরিহরন্তি জিগুচ্ছনীয়ং
নানাসুচীহি পরিপুণ্ণ ঘটং যথে'ব। ১

৬৪। লালা, বিষ্ঠা, রক্ত, অশ্রু, বসা লিপ্ত দেহ,
ঘৃণিত অসার অতি পাপ-খনি গেহ;
পরিপূর্ণ অশুচির ঘট সম তাহা,
সযত্নে রক্ষয়ে সত্ত্ব নিন্দনীয় ইহা।

৬৫। ণ্হাত্বা জলং হি সকলং চতুসাগরস্স
মেরুপ্পমাণ ম'পি গন্ধ ম'নুত্তরং চ,
পপ্পোতি নে'ব মনুজো হি সুচিং কদাচি
কিম্ভো বিপস্সথ গুণং কিমু অত্তভাবে। ২

৬৫। চারি সাগরের জলে শরীর ধুইলে,
পর্ব্বত প্রমাণ গন্ধ শরীরে লেপিলে;
তথাপি পাবেনা শুচি এ পঁচা শরীরে,
কিবা ফল রক্ষি' দেহে, কিগুণ বিতরে।

৬৬। দেহ'ন্তদে'ব বিবিধাসুচি সন্নিধানং
দেহ'ন্তদে'ব বধবন্ধন রোগভূতং
দেহ'ন্তদে'ব নবধা পরিভিন্ন গণ্ডং
দেহং বিনা ভয়ঙ্করং ন সুসানম'ত্থি। ৩

৬৬। অশুচি ভাণ্ডার দেহ বিবিধ প্রকারে,
বধ্য ও বন্ধন দেহ রোগাশ্রয় করে;
নবদ্বার এই দেহ ব্রণ তুল্য গলে,
ভীষণ শ্মশান সম এ দেহকে বলে।

৬৭। অন্তোগতং য়দি চ মুত্ত করীস ভাগং
দেহা বহিং অতিচরেয়্য বিনিক্খমিত্বা,
মাতা পিতা বিকরুণা চ বিনট্ঠপেমা
কামং ভবেয়্য কিমু বন্ধু সুতা চ দারা। ৪

৬৭। দেহ স্থিত মুত্র-বিষ্ঠা বাহিরে থাকিলে,
মাতা পিতা না করিত দয়া কোন কালে;
বন্ধু সুত ভার্য্যা জন কি করিবে আর,
কেহ না করিবে দয়া ঘৃণ্য সবাকার।

৬৮। দেহং য়থা নবমুখং কিমিসঙ্ঘ গেহং
মংস'ট্ঠি সেদ রুধিরা কলিলং বিগন্ধং,
পোসেন্তি য়ে বিবিধ পাপমি'হাচরিত্বা
তে মোহিতা মরণ ধম্মম'হো বতে'বং। ৫

৬৮। নব মুখ এই দেহ কৃমির আলয়,
মাংস অস্থি স্বেদ রক্ত পাপ গন্ধময়;
বহু পাপ করি' যেবা মৃত্যু বশীভূত,
দেহ পোষে, সেই জন মোহান্ধ নিয়ত।

৬৯। গণ্ডূ'পমে বিবিধ রোগ নিবাসভূতে
কায়ে সদা রুধির মুত্ত করীস পুণ্ণে,
য়ো এত্থ নন্দতি নরো স-সিগালভক্খে
কামং হি সোচতি পরত্থ সবালবুদ্ধি। ৬

৬৯। গণ্ড তুল্য রোগালয় রক্ত-মুত্র আর,
বিষ্ঠা পূর্ণ, এই দেহ শৃগাল-আহার;
এ হেন দেহেতে মত্ত যেই মুর্খ হয়,
পরকালে শোক লভে সে জন নিশ্চয়।

৭০। ভো ফেণ পিণ্ড সদিসো বিয় সারহীনো
মীল্হা'লয়ো বিয় সদা পটিকূল গন্ধো,
আসীবিসা'লয়নিভো সভয়ো সদুক্খো
দেহো সদা সবতি লোণ ঘটো'ব ভিন্নো। ৭

৭০। ফেণ পিণ্ড সম দেহ সারহীন অতি,
বিষ্ঠাকুণ্ড তুল্য গন্ধ নাহি তাতে প্রীতি;
সর্প-গর্ত্ত সম দেহ দুঃখ ভয় যুত,
লবণ ভাজন তুল্য সর্ব্বদা স্রাবিত।

৭১। জাতং য়থা ন কমলং ভুবি নিন্দনীয়ং
পঙ্কেসু ভো অশুচি তোয় সমকুলেসু,
জাতং তথা পরহিতম্পি চ দেহভূতা
তন্নিন্দনীয় মি'হ জাতু ন হোতি লোকে। ৮

৭১। পঙ্কে পদ্ম জাত ভবে নহে নিন্দনীয়,
অশুচি দেহেতে তথা পুণ্য শোভনীয়;
যদি সেই পুণ্য করে পরার্থ সাধন,
সার্থক অশুচি দেহ পঙ্কজ মতন।

৭২। দ্বত্তিংসভাগ পরিপূরতরো বিসেসো
কায়ো য়থা হি নরনারিগণস্‌স লোকে,
কায়েসু কিং ফলমি'হ'থি চ পণ্ডিতানং
কামং তদে'ব ননু হোতি পরো'পকারং। ৯

৭২। বত্রিশ অশুচি পূর্ণ নর-নারী দেহে,
কিছু মাত্র ফল নাই পণ্ডিতেরা কহে;
তথাপি অশুচি পূর্ণ এই দেহ খানি,
পরার্থে করিতে দান পারে মহাজ্ঞানী।

ধর্ম্মাচরণ

৭৩। পাসেন পণ্ডিততরেন তথাপি দেহং
সব্ব'ত্তনা চিরতরং পরিপালনীয়ং,
ধম্মং চরেয়্য সুচিরং খলু জীবমানো
ধম্মো হবে মণিবরো ইব কামদো ভো। ১

৭৩। তথাপি পণ্ডিত নর যত্ন সহকারে,
এ দেহকে রক্ষা করে চিরকাল তরে;

দীর্ঘ দিন বাঁচি থাকি' ধরম আচরে,
ধর্ম্মই কামদ মণি ধার্ম্মিকের তরে।

৭৪। খীরে য়থা সুপরিভাবিত বোসধম্হি
স্নেহেন ওসধবলং পরিভাসতে'ব,
ধম্মং তথা ইহ সমাচরিতং হি লোকে
ছায়া'ব য়াতি পরলোক'মি'তো বজন্তং। ২

৭৪। সুপরিভাবিত ক্ষীর ঔষধ মাঝারে,
স্নেহ হেতু বল লভি' সদ্যঃ ফল করে;
এ লোক মাঝারে তথা ধর্ম্ম আচরণে,
পরকালে ছায়া তুল্য চলে পুণ্য ধনে।

৭৫। কায়স্স ভো বিবরিতস্স য়থা'নুকূলং
ছায়া বিভাতি রুচিরা'মলদপ্পণে তু,
কত্বা তথেব পরমং কুসলং পরত্থ
সম্ভূসিতা ইব ভবন্তি ফলেন তেন।

৭৫। বিবৃত কায়ের ছায়া নির্ম্মল দর্পণে,
অনুকূল প্রকাশিত হয় সর্ব্বক্ষণে;
ইহকালে পূণ্য তথা করিলে সাধন,
পাবে পরে ফল প্রতিবিম্বের মতন।

৭৬। দেহে তথা বিবিধ দুক্খ নিবাসভূতে
মোহা পমাদ বসগা সুখসঞ্ঞ মুল্হা,
তিক্খে য়থা খুরমুখে মধু লেহমানো
বাল্হঞ্চ দুক্খমধিগচ্ছতি হীনপঞ্ঞো। ৪

৭৬। অজ্ঞ তীক্ষ্ণ ক্ষুর ধারে মধুকে চাটিয়া,
গুরুতর দুঃখ ভোগে মোহিত হইয়া;
দুঃখাধার তুল্য কায় মোহমুগ্ধ জন,
প্রমাদ কারণে ভোগে দুঃখকে ভীষণ।

৭৭। সংকপ্প রাগবিহতে নিরত'ত্তভাবে
দুক্খং সদা সম'ধিগচ্ছতি অপ্পপঞ্ঞো,

মূল্হস্সমে'ব সুখসঞ্ঞ'মিহত্থি লোকে
কিং পক্কমে'ব ননু হোতি বিচারমানে। ৫

৭৭। অবোধ শরীরে নিত্য কাম তৃষ্ণা সৃজি,
বহু দুঃখ ভোগ করে ধর্ম্ম সুখ ত্যজি;
মুর্খগণ এই ভবে দেহ-সুখে রত,
বিচার করিলে দেহ ডুমুরের মত।

প্রাণীহত্যার ফল

৭৮। সব্বোপভোগ ধনধঞ্ঞ বিসেস লাভী
রূপেন ভো সমকরদ্ধজ সন্নিভো পি,
য়ো য়োব্বনেপি মরণং লভতে অকামং
কামং পরত্থ পর পাণ হরো নরো হি। ৬

৭৮। গত জন্মে প্রাণীহত্যা করি জীবগণ,
ইহ কালে ধন-ধান্য বিবিধ রতন-
কন্দর্প সমান রূপ লভিয়া যৌবনে,
মৃত্যু লভে অকালেতে প্রাণীর হননে।

চুরির ফল

৭৯। য়ো য়াচকো ভবতি ভিন্ন কপাল হত্থো
মুণ্ডো-ধিগ'ক্খরসতেহি চ তজ্জয়ন্তো,
ভিক্খং সদারি ভবনে সকুচেল বাসো
দেহে পরত্থ পরবিত্ত হরো নরো সো।

৭৯। গত জন্মে পরবিত্ত করিয়া হরণ,
যেবা যায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার কারণ;
পাত্র হস্তে দেখি তারে গালাগালি করে,
জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত শত্রু ঘরে ফিরে।

ব্যভিচারের ফল

৮০। ইত্থি ন মুঞ্চতি সদা পুন ইত্থিভাবং
নারী সদা ভবতি সো পুরিসো পরত্থ,
য়ো আচরেয়্য পরদার ম'লঙ্ঘনীয়ং
ঘোরঞ্চ বিন্দতি সদা ব্যসনঞ্চ'নেকং।

৮০। জন্মে জন্মে ব্যভিচার করি আচরণ,
নর-নারী স্ত্রীত্ব লভে মুক্ত নাহি হন;
নর লভে নারী জন্ম নারী হয় নারী,
মহাদুঃখ ভোগে তারা দিবস-শর্ব্বরী।

মিথ্যা বলার ফল

৮১। দীন বিগন্ধ বদনো চ জল্‌হো অপঞ্ঞো
মূগো সদা ভবতি অপ্পিয় দস্‌সনো চ,
পপ্পোতি দুক্‌খ মতুলং চ মনুস্‌স ভূতো
বাচং মুসা ভণতি য়ো হি অপঞ্ঞসত্তো।

৮১। জন্মে জন্মে মিথ্যাবাক্য ভাষি হীন জন,
দুর্গন্ধ বদন হয় অপ্রিয় দর্শন;
জড়, মুগ হীন বুদ্ধি বহু জন্ম হয়,
অনন্ত দুঃখের ভাগী হইবে নিশ্চয়।

সুরাপানের ফল

৮২। উম্মত্তকা বিগত লজ্জগুণা ভবন্তি
দীনা সদা ব্যসন সোক পরায়ণা,
জাতা ভবেসু বিবিধেসু বিরূপ দেহা
পিত্বা হলাহল বিসং চ সুরং বিপঞ্ঞা।

৮২। হলাহল বিষ সম করি সুরাপান,
উন্মত্ত, নির্ল্লজ্জ হয় দরিদ্র প্রধান;

জ্ঞাতি বিয়োগাদি তার বহু দুঃখ হয়,
শোক তাপ কত সহে বিশ্রী দেহোদয়।

সর্ব্ব পাপের ফল

৮৩। পাপানি য়েন ইহ আচরিতানি য়ানি
সো বস্‌সকোটি নহুতানি অনপ্পকানি,
লদ্ধান ঘোরমতুলং নরকেসু দুক্‌খং
পপ্পোতি চেত্থ বিবিধ ব্যসনঞ্চ 'নেকং।

৮৩। ইহ কালে পাপাচার করি অনুষ্ঠান,
বহু কোটি বর্ষ ভোগে নিরয় মহান;
ঘোরতর দুঃখ লভি, সে জন ভুবনে,
বিবিধ ব্যসন দুঃখ পায় সর্ব্বক্ষণে।

ত্রিরত্ন-প্রভাব

৮৪। লোকত্তয়েসু সকলেসু সমং ন কিঞ্চি
লোকস্‌স সন্তি করণং রতনত্তয়েন,
তন্তেজসা সুমহতা জিত সব্ব পাপো
সো'হং সদা'ধিগত সব্বসুখো ভবেয়্যং।

৮৪। ত্রিলোকে ত্রিরত্ন সম নাহি শান্তি কর,
সেই তেজে হত হয় পাপের আকর;
ত্রিরত্ন প্রভাবে আমি সর্ব্ব সুখ পাব,
শ্রেষ্ঠ লোকোত্তর সুখে অধিকারী হব।

মৈত্রী করুণা মুদিতা

৮৫। লোকত্তয়েসু সকলেসু চ সব্বসত্তা
মিত্তা চ মজ্ঝরিপু বন্ধুজনা চ সব্বে,
তে সব্বদা বিগত রোগ ভয়া বিসোকা
সব্বং সুখং অধিগতা মুদিতা ভবন্তু।

৮৫। ত্রিলোক মাঝারে যত শত্রু মিত্র জন,
সকলে হউক সুখী আর সত্ত্বগণ;
রোগ শোক না লভিয়া হউক সুখিত,
সকলে সন্তোষ ভাবে থাকুক নিয়ত।

দেহজ দুঃখ

৮৬। কায়ো করীস ভরিতো বিয় ভিন্ন কুম্ভো
কায়ো সদা কলিমলো ব্যসনাধিবাসো,
কায়ো বিহঞ্ঞতি চ সব্ব সুখং তিলোকে
কায়ো সদা মরণ রোগ জরাধিবাসো।

৮৬। বিষ্ঠা পূর্ণ কায় ত্রই ভগ্ন কুম্ভ মত,
পাপমলে পূর্ণ কায় দুঃখ শোক যুত;
সুখ তরে লভে কায়ে লোকে বহু ক্লেশ,
জরা-মৃত্যু-রোগ গৃহ দুঃখের অশেষ।

মরণ দুঃখ

৮৭। সো য়োব্বনো'তি থবিরোতি চ বালকো'তি
সত্তে ন পেক্খতি বিহঞ্ঞতিরেব মচ্চু,
সো'হং ঠিতো'পি সয়িতো'পি চ পক্কমন্তো
গচ্ছামি মচ্চু বদনং নিয়তং তথা হি।

৮৭। বালক যুবক বৃদ্ধ বলিয়া কাহাকে,
নাহি ছাড়ে কভু মৃত্যু নেয় একে একে;
দাঁড়ানে গমনে আর শয়নে সতত,
মৃত্যুর বদনে চলি ভাবিবে নিয়ত।

ভাবনার উপদেশ

৮৮। এবং য়থা বিহিত দোস'মিদং সরীরং
নিচ্চং চ তগ্গতমনা হদয়ে করোথ,

মেত্তং পরিত্ত'মসুভং মরণস্সতিং চ
ভাবেথ ভাবনরতা সততং হিতত্তা।
৮৮। অনিত্য শরীর এই দোষাবহ অতি,
নিত্য ইহা রাখ হৃদে সদা কর স্মৃতি;
অশুভ মরণ মৈত্রী এই স্মৃতিত্রয়,
সযতনে ভাব সদা হবে দুঃখ ক্ষয়।

দান

৮৯। দানাদি পুঞ্ঞকিরিয়ানি সুখু'দ্রয়ানি
কত্বা চ তম্ফল'মসেস মি'ইপ্পমেয়্যং,
দেয়্যং সদা পরহিতায় সুখায় চে'ব
কিম্ভো তদে'ব ননু হত্থ গতং হি সারং।
৮৯। সুখপ্রদ দান-শীল করি অপ্রমাণ,
পরহিত তরে কর সেই পুণ্য দান;
ইহকালে পুণ্য দানে পাবে পরকালে,
হস্তগত সার ধন নয় কি এক্কালে।

হেতুফল ধর্ম্ম

৯০। হেতুং বিনা ন ভবতী হি চ কিঞ্চি লোকে
সদ্দো'ব পাণি তল ঘট্টন হেতু জাতো,
এবং চ হেতু-ফলভার বিভাগ ভিন্নো
লোকো উদেতি চ বিনস্সতি তিট্ঠতী চ। ১
৯০। হেতু বিনা কোন কায হয় না সাধন,
হস্তের প্রহারে যথা শব্দ উৎপাদন;
অবিদ্যা-সংস্কার হেতু উদয়-বিলয়,
নিত্য হয় লোকে ইহা জানহ নিশ্চয়।

৯১। কম্মস্স কারণময়ং হি য়থা অবিজ্জা
ভো কম্মনা সম'ধিগচ্ছতি জাতিভেদং,
জাতিং পটিচ্চ চ জরা মরণাদি দুক্খং
সত্তা সদা পটিলভন্তি অনাদিকালে। ২

৯১। কুশলাকুশল কর্ম্ম অবিদ্যা-কারণে,
কর্ম্মফলে জন্মভেদ হয় এ ভুবনে;
জন্ম হতে জরা-মৃত্যু দুঃখ উপজয়,
অনাদি অনন্ত কাল লভে সত্ত্বচয়।

বিষয়

৯২। কম্মং য়থা ন ভবতী'হ চ মোহ-নাসা
কম্মক্খয়াপি চ ন হোতি ভবেসু জাতি,
জাতিক্খয়া ইহ জরা মরণাদি দুক্খং
সব্বক্খয়ং ভবতি দীপ ইবা'নিলেন। ৩

৯২। অবিদ্যা বিনাশে কর্ম্ম সদা হয় ক্ষয়,
কর্ম্ম ক্ষয়ে জন্ম ক্ষয় জানিও নিশ্চয়;
জন্ম ক্ষয়ে জরা মৃত্যু সর্ব্ব দুঃখ ক্ষয়,
বায়ু বেগে দীপ যথা ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

৯৩। য়ো পস্সতী'হ সততং মুনি ধম্মকায়ং
বুদ্ধং স-পস্সতি নরো ইতি সো অবোচ,
বুদ্ধং চ ধম্মম'মলং চ তিলোক নাথং
সম্পস্সিতুং বিচিনথা'পি চ ধম্মতা ভো। ৪

৯৩। ধর্ম্মকায় বুদ্ধে সদা যে করে দর্শন,
সেই নর দেখে বুদ্ধে, বুদ্ধের বচন;
ত্রিলোকের নাথ বুদ্ধ, অমল ধর্ম্মকে,
দেখিতে উদ্যম কর, ধর্ম্মতা এ লোকে।

ত্রিমূল

৯৪। সল্লং'ব ভো সুনিসিতং হৃদয়ে নিমুগ্গং
দোসত্তয়ং বিবিধ পাপমলেন লিত্তং,
নানাবিধ ব্যসন ভাজন ম'প্পসন্নং
পঞ্ঞাময়েন বলিসেন নিরা করোথ।

৯৪। তীক্ষ্ণ শল্য বিদ্ধ তুল্য হৃদয় মাঝারে,
পাপমল লিপ্ত হয় বিবিধ প্রকারে;
বিবিধ ব্যসন পাত্র ত্রিদোষ সমূহে,
জ্ঞানময় বড়শীতে পৃথক করহে।

লোক-ধর্ম্ম

৯৫। ন কম্পয়তি সকলো'পি চ লোকধম্মা
চিত্তং সদা'পগত পাপ কিলেস সল্লং,
রূপাদয়ো চ বিবিধ বিসয়া সমগ্গা
ফুট্ঠং'ব মেরু সিখরং মহতা'নিলেন।

৯৫। পঞ্চকাম মুক্ত চিত্ত বিবিধ কারণে,
ক্লেশ শল্য অপগত যার সর্ব্বক্ষণে;
লোক ধর্ম্ম তারে কভু কাঁপাইতে নারে,
গিরি শৃঙ্গ যথা বায়ু কাঁপাতে না পারে।

পরার্থ সাধন

৯৬। সংসার দুক্খ'মগণেয়্য য়থা মুনীন্দো
গম্ভীর পারমিত 'সাগর মুত্তরিত্বা,
ঞেয়্যং অবোধি নিপুণং হত মোহ জালো
তস্মা সদা পরহিতং পরমং চিণাথ। ১

৯৬। মোহজাল ছিন্নকারী বুদ্ধ ভগবান,
পারমী সাগর তরে, দুঃখে হেয় জ্ঞান;

সুক্ষ্ম জ্ঞানে লভিলেন শ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞতা,
হিতৈষী বুদ্ধকে তাই পূজহ সর্ব্বথা।

৯৭। ওহায় সো'ধিগত মোক্খ সুখং পরেসং
অত্থায় সংচরি ভবেসু মহব্ভয়েসু;
এবং সদা পরহিতং পুরতো করিত্বা
ধম্মং ময়া'নুচরিতং জগতত্থমেব। ২

৯৭। অধিগত মোক্ষ-সুখ পর তরে ছাড়ি'
মহা ভয় পূর্ণ ভবে পারমীতা পূরি-
পরহিত সদা আমি সম্মুখে রাখিয়া,
জগত হিতার্থ লই ধর্ম্ম আচরিয়া।

৯৮। লদ্ধান দুল্লভতরঞ্চ মনুস্স য়োনিং
সব্বং পপঞ্চ রহিতং খণসম্পদং চ,
ঞত্বান আসবনুদে'ক হিতঞ্চ ধম্মং
কো পঞ্ঞবা অনবরং ন ভজেয়্য ধম্মং

৯৮। লভিয়া দুর্ল্লভতর মানব জীবন,
অষ্ট দেষে বিবর্জ্জিত লভিয়া সুক্ষণ;
তৃষ্ণাক্ষয়-কর ধর্ম্ম হইয়াছি জ্ঞাত,
কোন্ জ্ঞানী এই ধর্ম্ম না ভজে সতত।

তেল কটাহ গাথা
সমাপ্ত